# প্রজ্ঞা



বার্ষিক পত্রিকা একান্নতম সংখ্যা

২০০৪ - ২০০৫

## ইন্‌স্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন

হেস্টিংস্‌ হাউস

With Best Wishes to ~ Dr Rathindranath De
Director, S.C.E.R.T.





# প্রজ্ঞা

বার্ষিক পত্রিকা একান্নতম সংখ্যা
২০০৫



"ওঁ সহনাববতু সহনৌ ভুনক্তু সহবীর্যং করবাবহৈ
তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ।।"

"........... পরব্রহ্ম আমাদের গুরুশিষ্যকে সমভাবে রক্ষা করুন এবং আমাদের উভয়ের মধ্যে ব্রহ্মবিদ্যা সমভাবে প্রকাশিত করিয়া পরিতৃপ্ত করুন। আমরা উভয়ে মিলিত হইয়া আত্মবলে বলীয়ান হই। আমাদের গুরুশিষ্যের অধীত বিদ্যা দীপ্তিমান হইয়া উঠুক। আমরা পরস্পরের প্রতি যেন বিদ্বেষ না করি।"

## ইন্‌স্টিটিউট অব এডুকেশন ফর উইমেন

হেষ্টিংস্ হাউস

২০০৪ - ২০০৫

| | | |
|---|---|---|
| প্রকাশনায় | // | ইন্‌স্টিটিউট অব্ এড়ুকেশন ফর উইমেন<br>হেস্টিংস্ হাউস, কলকাতা |
| সভাপতি | // | অধ্যাপিকা নীনা নন্দী<br>ভারপ্রাপ্তা অধ্যক্ষা |
| সম্পাদকমন্ডলী | // | অধ্যাপিকা গীতা মুখার্জী<br>অধ্যাপিকা ড. সুজাতা রাহা<br>অধ্যাপিকা অপর্ণা চক্রবর্তী |
| ছাত্রী পত্রিকা সম্পাদিকা | // | সোমালী রায়<br>তন্দ্রিমা চট্টোপাধ্যায় |
| আলোক চিত্র | // | শ্রী সুনির্মল চক্রবর্তী |
| মুদ্রণে | // | এসেম্ এন্টারপ্রাইজেস্<br>৩১এ, শ্রীমোহন লেন<br>কলকাতা-৭০০ ০২৬<br>দূরভাষ ঃ ৯৮৩০১০৮৯১৩ |

# সূচীপত্র

SATYASADHAN CHAKRABORTY
*MINISTER-IN-CHARGE*
HIGHER EDUCATION
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAWAN, BIDHANNAGAR
KOLKATA-700 091

সত্যমেব জয়তে

সত্যসাধন চক্রবর্তী
মন্ত্রী
উচ্চ শিক্ষা বিভাগ
পশ্চিমবঙ্গ সরকার
বিকাশ ভবন, বিধাননগর
কলকাতা -৭০০ ০৯ ১

No. HEMC/456/2005
Dated, Kolkata, the ......19...06... 2005.

তারিখ ........................................ ২০০ ......

## *Message*

*I am glad to know that Institute of Education for Women, Hastings House, is going to publish their 51st Annual Magazine.*

*On this occasion I convey my best wishes to all concerned.*

S. Chakraborty.
*(Satyasadhan Chakraborty)*

*Officer-in-Charge*
*Institute of Education for Women*
*Hastings House, Alipore*
*Kolkata - 700 027*

**JAWHAR SIRCAR**
**Principal Secretary,**
**Deptt. of Higher Education &**
**Science & Technology,**

***Principal Secretary***
**DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION**
**Government of West Bengal**
**Bikash Bhawan, Salt Lake, Kolkata-91**
**Telephone No : 2337-8573**
**Fax No : 2358-7266**

23rd June 2005

To
Smt. Nina Nandy,
Officer-in-Charge,
Institute of Education for Women.
Hastings House. Alipore,
Kolkata – 700 027

Madam,

I am glad to learn that the Institute of Education for Women. Hastings House. is publishing its College Magazine for its 51st year. It is really a commendable task to be carrying out such a publication, for more than half a century and I congratulate of those who are involved in this effort.

The Institute of Education for Women has played a significant role in the development of its chosen area of work and I hope that it will carry on its noble task. year after year.

Yours faithfully,

(Jawhar Sircar)
Principal Secretary

GOVERNMENT OF WEST BENGAL
SCHOOL EDUCATION DEPARTMENT
BIKASH BHAVAN, SALT LAKE CITY
KOLKATA- 700091
Tel: 2334-2228, Fax No.2337-6561

D.Chakrabarti, IAS
Principal Secretary

Dated, the 14th July, 2005.

Ms. Nina Nandy,
Officer-in-Charge,
Institute of Education for Woman,
Hastings House, Alipore,
Kolkat-700 027.

Respected Madam,

I am delighted and happy to know that your esteemed Institute will publish College Magazine for the 51st year shortly. The Institute has been serving a noble cause of producing quality teachers for Secondary and Higher Secondary Schools and I hope the quality of the College Magazine, as it has been in the past, will be of high order and reflect the competence, capacity and the commitment of the students who will very shortly take up the mantle of teaching. I convey my best wishes and prayers for the all round welfare and development of the Institute and I am sure the College Magazine as in previous years will be well received and bear testimony to the sensitivity, literary skills and thinking capacity of the students and contributors.

With best wishes and kind regards,

Yours sincerely,

(D. Chakrabarti)

सत्यमेव जयते

*Dr. S.S.Sarkar*
DIRECTOR OF PUBLIC INSTRUCTION, West Bengal
&
SECRETARY, EDUCATION DEPARTMENT (Ex-officio)
GOVERNMENT OF WEST BENGAL
BIKASH BHAVAN, SALT LAKE, KOLKATA - 91

*Dated: 15.06.05*

## *MESSAGE*

*I am glad to know that the Institute of Education for Women, Hastings House, is going to publish its College Magazine for its 51st. year.*

*On this occasion, I offer my best wishes to all concerned and wish the publication a grand success.*

*(S. S. Sarkar)*

*Smt. Nina Nandy,*
*Officer-in-Charge,*
*Institute of Education for Women,*
*Hastings House, Alipore, Kolkata-27*

# FOREWORD

Institute of Education for Women, Hastings House stepped into its fifty-first year in this "World Year of Physics"– the year that marks the centenary of Albert Einstein's "Theory of Relativity". This Teacher Education centre devoted to preparing quality teachers of school, pays tribute to this Great Teacher of Physics. A teacher of today has to be aware of the concept "Quality of life"– which refers to individuals determined by the dynamic interaction between a given individual, his society and his habitat. The teacher has to understand that today for survival man not only needs housing, clothing and nutrition but he also craves for security, education, employment and proper environment. For the fulfillment of these needs, the thought of "Quality Education" has stepped in. Quality Education thinks of providing basic skills, technology, high standards and career awareness; provide a safe and healthy environment conducive to learning; develop create thinking skills and problem solving skills. This esteemed institution of ours thinks and practices these ideas successfully.

In the academic programme of the institution, this year the implementation of new B.Ed syllabus of Calcutta University played a dominant role. The Pedagogy of learning i.e. systematized instruction for promoting student learning was practiced by the trainee teachers. Emphasizing much on skill development both in the field of concept development and teaching, the activities were formulated. For the social interaction of the trainee teachers with the society, community outreach programmes on health awareness, literacy programme, plantation of trees, national integrity programme were arranged. Other programmes involved Seminar on "Perspectives of Quality Education", debate, cultural programme and workshop on "Perspectives of Quality of Model Questions".

To meet the many challenges of 21st. century in the field of education, our institution looks forward for improved instruction and learning, ensure effectiveness of teachers, strengthen the schools with modern facilities, gain a better understanding of the changing social context.

Following the words of The Mother we learn :

"Work would not be a way to earn one's living but a way to express oneself and to develop one's capacities and possibilities while being of service to the community as a whole, which for its own part, would provide for each individual's subsistence and sphere of action. In short, the earth would be a place where human relationships, which are normally based almost exclusively on competition and strife, would be replaced by relationships of emulation in doing well, of collaboration and real brotherhood".

With best wishes.

Nina Nandy
Officer-in-Charge

# সম্পাদিকার প্রতিবেদন

— কৃষ্ণকলি চৌধুরী (৪৫)

— বুলবুলি রায় (৯০)

শিক্ষা জীবনব্যাপী প্রক্রিয়া। জন্ম লগ্ন থেকে মৃত্যুর অন্তিম ক্ষণটিতেও শিক্ষার শেষ নেই। শিক্ষা আনে চেতনা, আনে বিপ্লব — এই ভাবনাকে নতুন করে অনুভব করলাম আমাদের এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হেস্টিংস হাউস-এ। শুনতে পেলাম সবুজের হাতছানি। কবির সেই আর্তির সমাধান যেন এখানেই আছে — 'দাও ফিরে সে অরণ্য, লও এ নগর'। এই ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটি প্রথম দিন থেকেই তার শ্যামলিমা দিয়ে আমায় আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছিল ১লা জুলাই ২০০৪ তারিখে। সেদিন সবাই ছিল অজানা অচেনা। প্রথম দিনে অধ্যাপিকা নীনা নন্দী মহাশয়ার বক্তৃতা শুনেই কলেজের ঐতিহ্য সম্পর্কে সম্যকভাবে ধারণা লাভ করলাম তবে দিনগুলো ব্যস্ততার মধ্যে দিয়ে ভালোই কেটেছিল।

এবার কলেজের বিভিন্ন অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে কিছু বলা যাক— সেই ১৫ই আগস্টের সকালবেলায় লাল পাড় শাড়ি পরে মেয়েরা এই বাগানের সৌন্দর্য আরো একটু বৃদ্ধি করে পালন করেছিল স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠান। এরপর অনুষ্ঠিত হল 'বর্ষামঙ্গল বনমহোৎসব' সত্যিই সেই অনুষ্ঠানে মেঘ আমাদের আবাহন শুনেছিল; বৃষ্টির মধ্যেই কিছু চারাগাছ আমরা রোপন করেছিলাম। এরমধ্যে আবার Community outreach এর বিভিন্ন অনুষ্ঠান হয়েছিল এবং শারদোৎসবের মধ্যে দিয়ে যেন একটা পর্ব শেষ হল। দীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ দিন ছুটি উপভোগ করে ক্লাসে এসেই শুনলাম Practice Teaching এর কথা। প্রথম প্রথম কিছু ভয় কিছু উৎকণ্ঠা থাকলেও — দিদিদের সাহচর্য এবং তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমে আমরা সবাই বিভিন্ন স্কুলে পড়াতে গেলাম পড়ালাম। দিদিরা সেখানে গিয়ে সযত্নে পাঠদান সংশোধন করে দিলেন। কিন্তু সবচেয়ে ভালো লেগেছিল Practice Teaching এর শেষের দিন। সেই ছোট ছোট মেয়েগুলো বলেছিল 'দিদি আবার আসবেন।'

আবার কলেজে ফিরে এলাম। আমাদের মনে নতুন উদ্যম আনার জন্য অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা। এই আর এক দিন চারদেওয়ালের বাইরে বন্ধনহীন একজীবন। খেলার মাঠে শিক্ষার্থী এবং শিক্ষিকাদের মিলিত প্রয়াসে দিনটি আমার কাছে অবিস্মরণীয়। জানুয়ারী মাসেই আমরা গিয়েছিলাম বর্ধমান সায়েন্স সেন্টার এবং ব্যান্ডেল চার্চ ভ্রমণে। সেদিনের অভিজ্ঞতাও বিরল অভিজ্ঞতাগুলির একটি। এরপরেই Final Teaching পরীক্ষা হল। শিক্ষিকাদের অক্লান্ত পরিশ্রম এবং সাহচর্যে সে পর্বও সমাপ্ত হল।

বেশ ক্লাস চলছিল হঠাৎ শুনলাম ৩০০ নম্বরের Practical পরীক্ষার খবর। সেই দিনটাতে মনে হয়েছিল আজকের দিনটা যেন খুব খারাপ, কারণ আমাদের সুজাতাদির কাছে শুনলাম ছ'টা খাতা তৈরি করতে হবে। আবার সেই রাতজাগা, আবার পরিশ্রম কিন্তু খুব সুন্দরভাবে সেই পর্বও শেষ হল। এ বাগানে কুরচি ফুটল, চাঁপা ফুটল, বাতাস মহুয়ার গন্ধে আমোদিত হল, কোকিলও ডাকল — কিন্তু পরীক্ষার চাপে সেই সুন্দর বসন্ত কিভাবে চলে গেল কে জানে? ক্রমেই এল শেষের দিন 'তবু মনে রেখো' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

হ্যাঁ আমরা সবাই মনে রাখব, শিক্ষা জীবনের এই বিশেষ পর্বটিকে। আমাদের কলেজের প্রাকৃতিক শোভা যেমন ভুলবার নয়, তেমনই ভুলতে পারবনা দিদিদের কথা। ভুলব না অফিসের দাদা-দিদিদের কথা আর বন্ধুদের কথা, প্রজ্ঞার এই পাতার ছাপা অক্ষরের আড়ালেও এই পর্ব আমার মনের মনিকোঠায় চির জাগরুক হয়ে থাকবে।

# ॥ পত্রিকা-সম্পাদিকার প্রতিবেদন ॥

— সোমালী রায়, *ক্রমিক সংখ্যা - ৪২*

জীবন মানে গতি — অন্তবিহীন পথে নিরন্তর পথচলা — পারছি না, পারবো না ভেবেও আবারও এগিয়ে চলা। এইভাবেই সময়ের ধূলিমলিন পথ চলতে চলতেই আমরা আজ শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হেস্টিংস হাউসের আঙিনায় উপস্থিত হয়েছি। অনেকের মনে হতেই পারে শিক্ষাদান একটি সহজাত প্রবৃত্তি। তার জন্য প্রশিক্ষণ নিতান্ত অপ্রয়োজনীয় এবং মূল্যবান সময়ের অপচয় মাত্র। কিন্তু বাস্তব ছবিটা একেবারে অন্যরকম। শিক্ষিকা শিক্ষণ কলেজগুলিতে আজ প্রশিক্ষণ গ্রহণে ইচ্ছুক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা সেই বাস্তবকেই প্রকাশ করে। যদিও এই ইচ্ছা কতখানি একজন যোগ্য শিক্ষিকা হবার ঐকান্তিক বাসনা দ্বারা চালিত, আর কতটা চাকরীর প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাওয়ার জন্য আর পাঁচটা ডিগ্রীর মতই অত্যাবশ্যকীয় তা বিতর্কের বিষয়। কিন্তু সেই লাভ, লোকসান, ইচ্ছা, তাগিদ, বিতর্ক — এই চেনাছকের কথার জালে না জড়িয়ে শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হেস্টিংস হাউস কিন্তু আজও তার মহান দায়িত্বপালন করে চলেছে। প্রত্যেক শিক্ষিকাকে বা বলা যায় ভবিষ্যতের শিক্ষিকাকে শিশুর জীবনের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানের দায়িত্ব নেওয়ার উপযোগী করে তোলার মহান সাধনায় মগ্ন এই মহাবিদ্যালয়। সেই মহান ব্রত পালনের মন্ত্রে পরিচালিত হয় এই মহাবিদ্যালয়ের কার্যাবলী — যার আকর্যণ, যার বৈচিত্র্য, যার অভিনবত্ব আমাদের বিস্মিত করে।

এই বিবিধ কার্যধারার একটি ক্ষুদ্র প্রয়াস আমাদের এই পত্রিকা। হয়ত বাৎসরিক প্রকাশ কিন্তু এখানকার শিক্ষার্থীদের — শিক্ষকদের ভাবনার, চেতনার, আবেগের, নিজেকে আবিষ্কারের তথা নিজেকে প্রকাশের একটি মাধ্যম এই পত্রিকা। আমরা হয়ত সকলের কাছে পৌঁছতে পরিনি, সকলের সৃষ্টিশীলতাকে হয়ত ধারণও করতে পারিনি কিন্তু তবু কান পেতে শুনলে এরই মাঝে ধ্বনিত হতে শোনা যাবে আমাদের মহাবিদ্যালয়ের হৃৎস্পন্দন। অসম্পূর্ণতা হয়ত আছে, সচেতন পাঠক এটিও খুঁজে বের করতে পারেন কিন্তু তবুও ক্ষুদ্র অথচ উজ্জ্বল আমাদের এই প্রতিফলনের উষ্ণ সান্নিধ্যে সমৃদ্ধ হতে সকলের প্রতি আহ্বান রইল।

# "আমরা শোকাহত"

আমাদের শিক্ষায়তনের তিনজন প্রাক্তন কর্মী আর আমাদের মধ্যে নেই। এঁদের আত্মার প্রতি আমরা যথোচিত শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।



বিমল সেন — অবসরপ্রাপ্ত প্রধান করণিক

শশাঙ্ক ব্যানার্জী — অবসরপ্রাপ্ত অফিস স্টাফ

রামেশ্বর রাম — ছাত্রী-আবাসের নৈশদ্বাররক্ষী


Banamahotsav

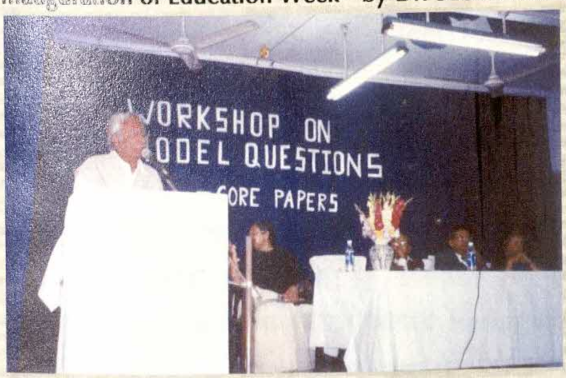


Annual Sports


Inauguration of Education Week - by Dr. Subimal Sen



U.G.C. Sponsored Seminar



Workshop on Model Questions


Educational Excursion : Students & Teachers


Annual Cultural Programme



Annual Cultural Programme

# বি. এড.-এর নতুন পাঠ্যক্রম সম্পর্কে কিছু বক্তব্য

— অধ্যাপিকা স্মৃতিকণা মজুমদার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় B.Ed এর জন্য যে নতুন পাঠ্যক্রম তৈরী করেছে ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ থেকে সেই পাঠ্যক্রম অনুযায়ী পঠনপাঠন শুরু হয়েছে। এই নতুন পাঠ্যক্রমের কয়েকটি ভাল দিক আছে। যেমন পুর্বের চারটি Core বিষয়ের পরিবর্তে তিনটি Core বিষয় করা হয়েছে। এই বিষয়গুলির পাঠ্যাংশের মধ্যে আবার কিছু কিছু প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আনা হয়েছে। আর যেটা ভাল হয়েছে তা হচ্ছে নতুন কিছু সময় উপযোগী বিষয় বিশেষ বিষয় হিসেবে পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। তবে গত দশমাস যাবৎ এই পাঠ্যক্রমকে বাস্তবে কার্যকরী করতে গিয়ে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে।

১। Practical Papers হিসেবে যে papers গুলি রাখা হয়েছে সেগুলি কতটা B. Ed শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন করবে? Pedagogical analysis Simulated lesson, Achievement test এবং Lesson plan-এর প্রত্যেকটিতে Behavioural objectives যেমন knowledge, understanding application এবং skill এর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যাতে trainee শিক্ষার্থীরা ভবিষ্যতে শ্রেণীকক্ষে পাঠদানের সময় এই objectives গুলিকে মনে রেখেই বিষয়টি উপস্থাপন করে।

উদ্দেশ্যের এই Quadruplication না করে যে কোন একটির মাধ্যমে নিশ্চয়ই Behavioural objectives গুলো আয়ত্ব করানো যেত। Pedagogical analysis এর অনেক কিছুই কিন্তু Lesson plan এর মধ্যে আছে। যেমন - উপ এককে ভাগ, কোন্ পদ্ধতিতে পড়ানো হবে, বোর্ডের কাজ কি হবে, কি কি example বা illustrations দেওয়া হবে, শিক্ষাগত উপকরণ কি ব্যবহার করা হবে, অনুসন্ধানমূলক প্রশ্ন ইত্যাদি। সুতরাং আলাদাভাবে আবার Pedagogical analysis এর প্রয়োজন আছে কি?

২। Trainee teacher রা যেভাবে hypothetically achievement test তৈরী করছে তা না করে ১৫/২০ দিনে তারা practice teaching এ যে বিষয়গুলির উপর পাঠদান করে সেই সব বিষয়ের উপর যদি ৫০ নম্বরের প্রশ্নপত্র তৈরী করে practice teaching এর শেষে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উপর প্রয়োগ করে তাহলে achievement testটি অনেকটা বাস্তব সম্মত হয়। এর অনেকগুলি উপযোগিতা আছে। যেমন—

ক) শ্রেণীর উপযোগী test paper তৈরী করতে পারে।

খ) Test paper তৈরী করার বাস্তব অভিজ্ঞতা হয়।

গ) নিজে সেই সব উত্তরপত্র দেখার পর evaluation সম্পর্কে ধারণা করতে পারে।

ঘ) Test result কে statistically বিশ্লেষণ করে graphically দেখাতে পারে।

ঙ) এর ফলে তারা জানতে পারে শ্রেণীতে কতজন প্রতিভাবান, কতজন মাঝারী এবং কতজন পিছিয়ে পড়া শিশু আছে।

চ) নিজের পড়ানোর ক্ষমতা সম্পর্কে সচেতন হতে পারে এবং ভুল ত্রুটিগুলি বুঝতে পারে।

সুতরাং এই test কেই achievement test হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

৩। Simulated lesson সারাবছর ধরে না করিয়ে session এর প্রথম দিকে practice teaching এ যাবার পূর্বে practice করালে বিভিন্ন দক্ষতাগুলি তাদের মধ্যে সুদৃঢ় করা যায়। ফলে trainee রা আত্মবিশ্বাস ও দক্ষতার সঙ্গে বিদ্যালয়ে teaching অনুশীলন করতে পারে।

Simulated lesson এর final assessment-র জন্য অতি অবশ্যই বিষয়ভিত্তিক বহির্পরীক্ষক দিতে হবে। কারণ প্রতিটি বিষয়ের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী পৃথক পৃথক পদ্ধতিতে পড়ানো হয়। ইংরেজী এবং বাংলা একই language group-এ হলে ও এদের শিখন পদ্ধতি আলাদা। তেমনি Mathematics, Economics এবং History কে একই সঙ্গে রাখা কতটা যুক্তিযুক্ত। বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষক না হলে বিষয়ের ধারণা, example, illustration ইত্যাদি বোঝা কঠিন হয়ে পড়ে।

৪। Pedagogical analysis এর উপর ২০ নম্বরের practical পরীক্ষা হচ্ছে external পরীক্ষকের মাধ্যমে। এই পরীক্ষায় পরীক্ষক পরীক্ষার্থীকে কোন প্রশ্ন করতে পারবেন না। তিনি শুধুমাত্র খাতা দেখেই নম্বর দেবেন। যে পরীক্ষায় পরীক্ষার্থী উপস্থিত থাকছেনা, তাকে কোন প্রশ্ন করা হচ্ছে না অথবা পরীক্ষার্থী কোন practical activities ও সম্পাদন করছে না, তাহলে সেই পরীক্ষাকে কি করে practical পরীক্ষা বলা যেতে পারে? লিখিত পরীক্ষার খাতার মতই পরীক্ষক খাতা দেখে নম্বর দিচ্ছেন। কোন প্রকার invigilation ছাড়াই পরীক্ষার্থী যে খাতা লিখেছে সে খাতাকে পরীক্ষার খাতা হিসেবে গণ্য করা যায় কি?

৫। পরীক্ষা থেকে subjectivity দুর করার জন্য পুরানো রচনাধর্মী প্রশ্নপত্র তুলে দিয়ে বর্তমানে objective type প্রশ্নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেবার চেষ্টা হচ্ছে শিক্ষার প্রতি ক্ষেত্রে। সেখানে

B. Ed পরীক্ষায় ৪০০ নম্বরের practical পরীক্ষা রেখে external এবং internal পরীক্ষকের মাধ্যমে পরীক্ষা নেবার ফলে subjectivity অনেক বেশী বেড়ে যাবার সম্ভাবনা।

৬। বর্তমান পাঠ্যক্রমে trainee teacher দের দুটি method paper-এ কম পক্ষে ১২টি practical খাতা তৈরী করতে হচ্ছে। এতগুলি খাতা তৈরী করা যেমন ব্যয় সাপেক্ষ তেমনি সময় সাপেক্ষ। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে, যে পদ্ধতিতে এবং যে time constraint এর মধ্যে পরীক্ষা নেওয়া হয় এবং এই সব খাতাগুলি দেখা হয় তাতে সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব নয়। বেশীর ভাগ সময়ই দেখা হয় trainee খাতাটি কতটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে তৈরী করেছে, কতটা ভাল হাতের লেখা দিয়ে লিখেছে এবং কত সুন্দর করে সাজিয়েছে তার উপরই নম্বর দেওয়া হয়। কাজটি সঠিকভাবে করা হয়েছে কিনা বা trainee কতটা বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দিয়েছে প্রশ্ন ঠিকঠাক করেছে কিনা, components অনুযায়ী plan করা হয়েছে কিনা এসব এত কম সময়ের মধ্যে দেখা সম্ভব নয়।

৭। Method paper এ প্রশ্নপত্রের প্রথমেই রয়েছে দুটি Pedagogical analysis। যার জন্য total ৬০ নম্বর রাখা হয়েছে। যে কোন trainee শুধুমাত্র এই দুটো Pedagogical analysis করেই পাশ নম্বর তুলে নিতে পারে। Methodologyo ৪০ নম্বরের জন্য কোন পড়াশুনা না করেও B. Ed পাশ করতে পারবে।

৮। এবার আসা যাক নম্বরে। Final teaching এবং simulated lesson এ components অনুযায়ী বা item অনুযায়ী নম্বর দিলে একজন candidate সহজেই ৮০-৯০ শতাংশ নম্বর পেতে পারে।

সুতরাং Pedagogically এই পাঠ্যক্রম যতই ভাল বা sound হোক না কেন, প্রয়োগের ক্ষেত্রে এর যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে বলে আমার মনে হয়।

# ENVIRONMENTAL EDUCATION

**Prof. Aparna Banerjee**

'Environment denotes the sum total of physical and biological factors that directly influences the survival, growth, development and reproduction of organism' (Mc. Naughton and Wolf). Our environment comprises of air, water and land. These are technically known as atmosphere, hydrosphere and lithosphere respectively. All these spheres constitute the biosphere. The environment is the sum total of living and non-living components that influence the organism. Life is totally dependent on the environment. Unfortunately, on account of the various activities of man, the nature of environment gets changed. Such activities include industrialization, construction, transportation, etc. These activities, although necessary for human society, create pollution in the environment and make our life miserable. Environmental pollution on the one hand and deforestation and population explosion on the other are threatening the very existence of life on the earth. This situation can improve only if people from all walks of life realize the importance of environmental protection. Environmental education seeks to give us an understanding of environmental issues and the skills to solve environmental problems.

During the last three decades, a series of conferences, meetings, seminars, symposia, etc. were held in different countries for arousing social consciousness and community awareness of ecology and environment. Nature plays a very important part in Rabindranath Tagore's idea of education. He thought – "Man must realize his kinship with Nature as he must realize Nature's kinship with human beings". In this connection an old Chinese dictum appears to be relevant "If you plan for one year, plant rice, If you plan for ten years, plant trees. But if you plan for one hundred years, educate the people". Environmental education is appropriate for any audience, Children or adults, rural or urban, literate or illiterate – it is for all human beings. Every person must make it his or her duty to protect and improve the natural environment and be sympathetic towards all living creatures.

Aims of Environmental Education.

i) Knowledge Aim : The students will understand the Inter-relation between man and environment, and it should include basic knowledge of all aspects of man-environment inter-relation, ecological aspects, pollution, etc.

ii) Practical Aim : The students will be able to apply the knowledge of environment in their real life situations. They will learn not only to keep their environment clean and pollution free, but also help in extending environmental awareness among others.

iii) Social Aim : Study of different aspects of environment will develop social qualities of a responsible citizen among the students which is essentially necessary for the all round welfare, progress and growth of the individuals and the society as a whole.

iv) Attitudinal Aim : Environmental education will increase interest among the students in different aspects of nature and develop their scientific attitude, which will be beneficial for them as well as the society.

v) Vocational Aim : To prepare our students for studying various courses relating to environment which are very much interesting as well as useful branches of education.

vi) Psychological Aim : Environmental education will satisfy the curiosity of the children in natural phenomena and also substantially improve their life style.

vii) Utilization of leisure time : Environmental education will help cultivating hobbies like gardening and other similar activities related to nature and utilize the leisure time of the students in a very fruitful way.

viii) Correlation of studies : Environmental education is helpful in correlating the different subjects of the curriculum and presents various aspects of their inter-relations before the students, thus clarifying and explaining the different facets of life.

Environmental Education Programme :

1) Primary Stage ;

Great educators like Rabindranath Tagore, Froebel, Montessori, Mahatma Gandhi, all emphasised the importance of nature study. We should try to inculcate some ideas about environment from the early stage of our childhood. Means of environmental education at this stage may be Nature study, elementary hygiene and developing healthy habits.

2) Secondary Stage :

Environmental education may be imparted in the following way:-

A) In the class room :

i) Environmental issue should be integrated with subjects taught in the syllabus itself, for example; poems, stories, essays etc. highlighting environmental factors may be included in language papers; climate, flora and fauna in Geography, plants and animals in Life Science; composition of air, water and gases, effect of different gases on the living beings, green house effect, etc. in Physical Science; and the like.

ii) Visiting lecturers from the Forest Department, the Pollution Control Board, the Botanical Survey and the Zoological Survey may be invited to deliver lectures on such topics; film shows on the subject maybe arranged.

iii) Projects may be undertaken by the students on different topics, e.g. deforestation, soil erosion, preservation and improvement of water bodies, like ponds, tanks, canals etc.

iv) Co-curricular activities like essay competition, debate, quiz contests, slogan writing etc. on environment related topics may also be organised to develop interest and awareness among the students.

B) Outside the Class-room :

i) Visits may be arranged to Botanical Gardens, Zoological gardens, Water works, Reserve forests, wild life sanctuaries, Bird sanctuaries, Alternative energy plants, etc.

ii) Affiliation to the local Nature Clubs, Science Clubs, Pet Clubs, etc. may be obtained for enabling the students to take part in some such positive activities.

iii) Surveys on water and energy wastage in the locality may be conducted. Reports regarding excessive auto emissions, noisy factories and other sorts of pollutions in different localities may be sent to the Pollution Control Board & other competent authorities.

iv) Tree-plantation programmes (Banomahatsav), World Environment Day, etc. may be observed in the localities with active participation of the students.

3. College level :

A compulsory paper on 'Environmental Studies' has already been introduced at the graduation level of different Universities. But it is to be remembered that proper attitude of the students should be developed so that they do not take it as a burden over their syllabus but become interested to know the subject.

4. Adult Education / Mass Education :

Objectives - To make people aware about –

a) Pollution of air, water, sound etc. – causes effects and remedy.

b) Necessity of cleanliness, tree – planting, preserving the flora – and fauna, etc.

c) Proper use of resources – Water, fuel, electricity and utilization of renewable energy sources.

d) Effect of growth of human population, its checks and balances, family welfare measures.

e) To make them able to develop healthy habits and attitudes among themselves and their children.

f) Preserve domestic as well as wild animals and prevent their extinction.

Means of mass Education – through newspaper articles, magazines, films, books, radio and T.V. programmes, advertisements, street-hoardings, tree planting, organising nature study camps arranging tours to reserve forests and wild life park, Bird sanctuaries, mountains and riverine areas etc.

CONCLUSION :

Standing on the threshold of a new century, we hope that our long cherished dream of making the green earth more green will be fulfilled through eradication of ignorance, unbridled greed, superstitions on the one side and by spreading environmental education among the teeming millions on the other. Thus we may secure the existence of mankind on the mother earth by doing away with the perils of global warming, rising sea levels, acid rain and innumerable other hazards.

Bibliography :

1. Some Great Educators of the World – Prof. K. K. Mookerjee. (Das Gupta & Co. Pvt. Ltd.)
2. Nature Conservation Hand Book – W.W.F. India
3. Environment – University of Calcutta.
4. Environmental Pollution (National Book Trust, India) – N. Manivasakam.
5. Life and Environment (The New Book Stall) – Santosh Kumar Ghorai.

***It was published in Belletin of the West Bengal Head Masters' Association – Vol. L1 No. 7. July, 2001**

# সমাজ উন্নয়নে বহির্মুখী কর্মসূচী ঃ একটি প্রতিবেদন

— সোমালী রায়
ক্রমিক সংখ্যা - ৪২

সাধারণ অর্থে সামাজিক বন্ধনে আবদ্ধ একই স্থানে বসবাসকারী একদল ব্যক্তিকে নিয়ে গড়ে ওঠে 'সম্প্রদায়ে' বা 'Community'. সমাজের সামগ্রিক উন্নতির জন্য সমাজে পিছিয়ে থাকা মানুষের উন্নতি প্রয়োজন। এই কারণে তাদের সাথে একটি মানসিক সংযোগ রক্ষাকারী সেতু নির্মাণের কথা ভাবা হয়। সেই ভাবনা অনুসারেই সমাজের বঞ্চিত, অবহেলিত মানুষের উন্নয়নের উদ্দেশ্যে 'সমাজ উন্নয়নে বহির্মুখী কর্মসূচী' গ্রহণের পরিকল্পনা করা হয়।

এই পৃথিবীর রূপ, রস, গন্ধ উপভোগের ক্ষেত্রে সকল মানুষেরই সমান অধিকার থাকা উচিত। কিন্তু, এই স্বাভাবিক অধিকার থেকে অনেক মানুষ আজও বঞ্চিত। সকল মানুষকে সমানভাবে বাঁচতে শেখানোই হল এই কর্মসূচীর প্রধান উদ্দেশ্য। কেননা সমাজের কোনো একটি অঙ্গ পশ্চাদ্গামী হলে, সামগ্রিকভাবে সেই সমাজ পিছিয়ে যাবে। আমরা সকলেই জানি সেই চরম সত্যটি — ''যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমার বাঁধিবে যে নীচে / পশ্চাতে রেখেছো যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।'' বঞ্চিত মানুষকে সকলক্ষেত্রে ভালোভাবে বেঁচে থাকার শিক্ষায় শিক্ষিত করাই হল এই ধরণের কর্মসূচী গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য।

কিন্তু সমাজ উন্নয়নে বহির্মুখী কর্মসূচীর সাফল্যের জন্য শুধুই পরিকল্পনা গ্রহণ ও কাজ করার সৎ মানসিকতা-ই যথেষ্ট নয়। এর পাশাপাশি আরো কয়েকটি বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে ঃ—

ক) দেশ ও দেশবাসীর প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসার বোধ

খ) কর্মসূচীর জন্য সঠিক বিষয়টি নির্বাচন

গ) কর্মীর শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তিত্ব

ঘ) যাদের উদ্দেশ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ তাদেরও অনুভূতির দিক থেকে এই ধরণের প্রকল্পের সাথে যুক্ত হবার মানসিকতা

ঙ) উভয়পক্ষের মধ্যে একটি যথাযথ মানসিক সংযোগরক্ষা করা

চ) সর্বোপরি কাজের একটি অনুকূল পরিবেশ

— এই সকল বিষয়ের একত্র সমাবেশ কর্মসূচীর সাফল্যের অন্যতম শর্ত।

বর্তমানকালে এই ধরণের কর্মসূচীর গুরুত্ব উপলব্ধি করে নতুন পরিবর্তিত শিক্ষক শিক্ষণ পাঠ্যক্রমে 'সমাজ উন্নয়নে বহির্মুখী কর্মসূচীকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেই হিসাবে শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, হেস্টিংস হাউসে কয়েকটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল ঃ—

* জাতীয় সংহতি রক্ষা।
* পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও বনসংক্ষণের গুরুত্ব।
* সর্বশিক্ষা অভিযান।
* জনস্বাস্থ্য রক্ষা
* ভারতবর্ষের সংস্কৃতিক সম্পদ ও তার সংরক্ষণে আমাদের কর্তব্য।

এই প্রকল্পগুলির বাস্তব রূপায়নে সাহায্য করেছেন বহির্মুখী কার্যকলাপের দায়িত্ব থাকা কলেজের অধ্যাপিকা ড. আল্পনা মুন্সী। এই গৃহীত প্রকল্পগুলির কয়েকটি এখানে তুলে ধরা হল।

*'জাতীয় সংহতি' রক্ষায় গৃহীত প্রকল্প ঃ— সর্ব ধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন ঃ—*

একই রাষ্ট্রের অন্তর্গত প্রত্যেক মানুষের মধ্যে সংকীর্ণ সমাজ চেতনাকে অতিক্রম করে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের মধ্যে ঐক্যের অনুভূতি জাগরিত হওয়াকে ''জাতীয় সংহতি'' বলা হয়। কোনো দেশের জাতীয় সংহতি বিনষ্ট হলে সেই দেশের সামগ্রিক উন্নতি ব্যাহত হবেই। বহুধর্ম বহুভাষার দেশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে এই সমস্যা ভয়ঙ্কর পরিণতি নিয়ে আসতে পারে। এরজন্য প্রয়োজন মানুষের বোধকে পুনরায় জাগিয়ে তোলা। বৈচিত্র্যর মধ্যেই যে ভারতবর্ষের সৌন্দর্য নিহিত সেই বোধের জাগরণ প্রয়োজন। জাতীয় সংহতির গুরুত্ব নিজে বুঝে অপরকে বোঝানো প্রতিটি শিক্ষিত শুভবুদ্ধি সম্পন্ন ভারতবাসীর দায়িত্ব, কর্তব্য। সেই উদ্দেশ্যেই এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যারা সম্মিলিতভাবে একটি 'সর্ব ধর্ম প্রার্থনা সভার আয়োজন করেছিলেন ১২ই অক্টোবর, ২০০4 শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হেস্টিংস্ হাউসে সকল শিক্ষিকা, ছাত্রী ও মহাবিদ্যালয়ের অন্যান্য সদস্যদের সামনে এই অনুষ্ঠান উপস্থাপন করা হয়েছিল। সকল ধর্মের মূল সত্য এক ও অভিন্ন। মানুষকে ভালোবাসাই হল সকল ধর্মের নিহিত সত্য। এই বার্তা সকলের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য উপনিষদ, কোরান, বাইবেল এবং গ্রন্থসাহেব থেকে পাঠ করা হয়েছে। এর পাশাপাশি প্রাসঙ্গিক সঙ্গীত হিসাবে রজনীকান্তের গান, নজরুল গীতি, গুরুবন্দনা এবং PRAYER OF ST. FRANCIS গাওয়া হয়েছিল। সবশেষে জাতীয় সঙ্গীতের মাধ্যমে এই সভার সমাপ্তি সূচিত হয়েছিল। এই সর্ব ধর্ম প্রার্থনা সভা জাতীয় সংহতির বোধ তথা সাম্য, শান্তি ও প্রকৃত স্বাধীনতার বোধ জাগানোর একটি ছোট প্রয়াস ছিল। কেননা, বাস্তব অভিজ্ঞতায় আমরা জেনেছি যে খন্ড, ক্ষুদ্র প্রাদেশিকতায় হয়ত ক্ষণিকের তৃপ্তি পাওয়া যায় কিন্তু তাতে বিশ্ব সভায় আমরাই আরও ছোট হয়ে যাই। কিন্তু আমাদেরই ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জবাব দিয়ে যেতে

হবে। হিংসা নয়, নিজ ধর্মের শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান নয়, খন্ডতা নয়, ক্ষুদ্রতা নয় — এক অখন্ড ঐক্যবদ্ধ ভারতের স্বপ্ন আমরাই পরবর্তী প্রজন্মকে দিয়ে যাব। আমাদের মধ্যেই আছে সেই প্রত্যয়, প্রয়োজন কেবল সংঘবদ্ধ পদক্ষেপের। বর্তমানের শিক্ষিকা বা আগামী দিনের শিক্ষিকার মধ্যে জাগরিত এই জাতীয় সংহতির চেতনা সঞ্চারিত হয়ে যাবে ভবিষ্যৎ এর মধ্যে। আমাদের এই প্রকল্পের মধ্য দিয়ে সেই আশা, সেই স্বপ্নের বীজই রোপনের চেষ্টা করা হয়েছে।

সোমালী রায়, ক্রমিক সংখ্যা - ৪২

*পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বৃক্ষরোপন ও বনসংরক্ষণের গুরুত্ব ঃ বনমহোৎসবের আয়োজন ও বৃক্ষরোপন ঃ—*

বৃক্ষরোপন অনুষ্ঠান ৩১শে আগষ্ট, ২০০৪ কলেজের অডিটোরিয়ামে করা হয়েছিল। অনুষ্ঠানে অতিথি রূপে এসেছিলেন শ্রী সমর বাগচী মহাশয়। তিনি বৃক্ষরোপনের গুরুত্বটি সকলের সামনে তুলে ধরেন। শিশুদের মধ্যেও পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার সচেতনতা জাগানোর জন্য তাদের দিয়ে পরিবেশ সংক্রান্ত একটি ছোট্ট নাটিকা পরিবেশন করা হয়। এরপর এই কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত সদস্যারা সকলে মিলে বনমহোৎসব সংক্রান্ত একটি নৃত্যগীত আলেখ্য মঞ্চস্থ করে। 'আহ্বানে আসিল মহোৎসবে' গানটির মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা হয় এবং একের পর এক গানে কখনো বনদেবতাকে আহ্বান জানানো হয় ( আয় আমাদের অঙ্গণে..) কখনো 'গুরুগুরু মেঘ গরজে' বা ''এসো শ্যামল সুন্দর'' ইত্যাদি গান ও নৃত্যের মাধ্যমে 'বনমহোৎসব' অনুষ্ঠানটি করা হয়েছিল। অবশেষে ''ফিরে চল মাটির টানে'' সংগীত ও নৃত্যের পর ''মরু বিজয়ের কেতন উড়াও'' সংগীতের সাথে নৃত্যের তালে তালে কালেজ প্রাঙ্গণে বৃক্ষ রোপনের প্রাঙ্গণে, এসে সকলে উপস্থিত হন সেখানে প্রধান অতিথি, অধ্যক্ষা শ্রীমতি নীনা নন্দী, শিক্ষিকা শ্রীমতী গীতা মুখার্জ্জী এবং কর্মসূচীর সাধারণ সম্পাদক বৃক্ষরোপন করেন। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় উদ্ভিদের গুরুত্ব এবং চারাগাছ রোপানের মাধ্যমে বনসৃজনের সূচনার পথ উন্মুক্ত করাই ছিল এই কর্মসূচীর উদ্দেশ্য।

মধুমিতা রায়, ক্রমিক সংখ্যা - ১২১

*সর্বশিক্ষা অভিযান ঃ—*

সর্বশিক্ষা অভিযান হলো একটি কর্মসূচী, যার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে সার্বজনীন করার লক্ষ্য স্থির করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর একটি নির্দিষ্ট পরিকল্পিত সময়সীমা আছে। ৬-১৪ বছরের ছেলে-মেয়েদের প্রত্যেককে প্রথমশ্রেণী থেকে অষ্টমশ্রেণীর মান পর্যন্ত শিক্ষা প্রদান করে শিক্ষিত করে তোলা এবং ২০১০ সালের মধ্যে সরকার ও জনসাধারণের যৌথ উদ্যোগে ৬-১৪ বছরের শিশুদের প্রারম্ভিক শিক্ষা (৮ম শ্রেণী পর্যন্ত) সুনিশ্চিত করা। সারাদেশে মৌলিক শিক্ষার গুণগত

মানোন্নয়নের কথা মাথায় রেখে এই কর্মসূচী গৃহীত হয়েছে। সার্বজনীন শিক্ষার গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে 'সর্বশিক্ষা অভিযান' এই প্রকল্প ফলপ্রসূ করার জন্য মহাবিদ্যালয়ের মঞ্চে মিলিতভাবে ''আলোর পথযাত্রী'' নামক একটি নৃত্যগীত আলেখ্য মঞ্চস্থ করা হয়। বিভিন্ন পোষ্টার, দেওয়াল পত্রিকা, রঙিন চিত্র, মডেল ইত্যাদি মহাবিদ্যালয়ের বিভিন্ন জায়গায় লাগিয়ে এই বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির প্রচেষ্টা করা হয়। নার্সারী বিদ্যালয়ের শিশুরা 'রঙ বেরঙের বর্ণমালা' নামের একটি আকর্ষণীয় অনুষ্ঠান পরিবেশন করে। এর পাশাপাশি বহির্মুখী কর্মসূচী হিসাবে সর্বশিক্ষা অভিযান প্রকল্পে নিয়োজিত সকল শিক্ষার্থীরা নিজ নিজ এলাকার কোন দুঃস্থ শিশুকে কোন বিষয়ের উপর শিক্ষাদান করে। তবে প্রকল্পের লক্ষ্য অনুযায়ী অবশ্যই সেই বিষয় হবে বাস্তবভিত্তিক ও প্রয়োজনভিত্তিক। সেই অনুযায়ী হাওড়া জেলার ডুমুরজলা বস্তির একটি বারো বছর বয়সী শিশুকে ''পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পরিচয়'' শিক্ষাদান করা হয়েছিল। তারজন্য প্রয়োজনীয় হস্ত নির্মিত পুস্তক তৈরী করা হয়। দেশের জনগণের অন্তরে যে বিপুল সম্ভাবনা সুপ্ত অবস্থায় আছে তার জাগরণ হলেই তা দেশের সমৃদ্ধি রচনায় নিয়োজিত হয়ে জাতির সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানের সাধনায় লাভ করবে বাঞ্ছিত সফলতা। নিরক্ষরতার অভিশাপ দূর করতে পারলেই তার মুক্তি ঘটবে। তখন জ্ঞানে, কর্মে চিন্তায় বিকশিত হয়ে উঠবে তার বিপুল সম্ভাবনা। তাই ''অন্ধজনে দেহ আলো, মৃত জনে দেহ প্রাণ''। — ঋষিকবির এই বাণীকেই বাস্তবে রূপায়িত করার জন্য এই সর্বশিক্ষা অভিযানের কর্মসূচী গৃহীত হয়েছিল।

অঞ্জনা মল্লিক, ক্রমিক সংখ্যা - ৪১

## জনস্বাস্থ্য রক্ষা :—

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর অর্ধশতাব্দীরও বেশী সময় অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু আজও নিরক্ষরতা ও অশিক্ষার কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে স্বাস্থ্য সম্পর্কে অজ্ঞানতা আছে। সাধারণ মানুষকে স্বাস্থ্য সম্পর্কে ও পরিবেশ পরিচ্ছন্নতা বিষয়ে সচেতন করার জন্য জনস্বাস্থ্য রক্ষামূলক বিভিন্ন কর্মসূচী (শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নতি, পোলিও দূরীকরণ, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ) গ্রহণ করা হয়েছিল। পোলিও দূরীকরণ বিভাগের কর্মীরা, ম্যালেরিয়া দূরীকরণ বিভাগের কর্মীরা গাড়োয়ান পাড়া, ওয়ার্ড নং ১৯ এবং ১৯/সি কলকাতা-২৭ এর বস্তিতে প্রচার অভিযান চালায়। শিশুর সাধারণ স্বাস্থ্য উন্নতি বিভাগের কর্মীরা হেস্টিংস হাউস নাসরী স্কুলে প্রচার কর্মে গিয়েছিল। এছাড়াও ৭/১০/২০০4 তারিখে কলেজের প্রেক্ষাগৃহে ''সুস্বাস্থ্যের সন্ধানে'' নামক একটি নাটক অভিনয়ের আয়োজন করে হয়েছিল। কয়েকটি খন্ড দৃশ্যে স্বরচিত গান ও সংলাপে কিভাবে ম্যালেরিয়া হয়, কিভাবে তার প্রতিকার সম্ভব, ধূমপানের ক্ষতিকর দিকগুলি এবং পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখার জন্য গৃহীত সমাজ সচেতনতামূলক বার্তা তুলে ধরাই ছিল নাটকাভিনয়ের মূল উদ্দেশ্য।

বুলবুলি রায়, ক্রমিক সংখ্যা -৯০

<u>*ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক সম্পদ ও তার সংরক্ষণে আমাদের কর্তব্য ঃ—*</u>

ভারতবর্ষের চিরন্তন ঐতিহ্য বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যসাধন। নানাভাষা, নানাপরিধানের মধ্যেও সমন্বয়ের মহামন্ত্রে এদেশের মানুষ দীক্ষিত। শিল্প, সংস্কৃতি, সংগীত, সাহিত্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে ভিন্নধর্মী কর্মকান্ড সবিশেষ লক্ষণীয়। তবু এরই মধ্যে অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মত এক ঐক্যের সুর অনুরণিত হয় প্রতিটি ভারতবাসীর অন্তরলোকে। তাই ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সমগ্র বিশ্বের কাছে নিদর্শন স্বরূপ। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষায় শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয় হেস্টিংস হাউসের কর্মীরা বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। কথা ও সুরের মেলবন্ধনে রচিত রবীন্দ্রসংগীতের অনিঃশেষ আবেদন সকলকে মুগ্ধ করে। তাই সাংস্কৃতিক সম্পদের অন্তর্গত বহু বিচিত্র বহুবিস্তৃত বিষয়ের মধ্যে দলগতভাবে কয়েকজন কর্মী দ্বারা রবীন্দ্রসংগীত নির্বাচন করা হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র সংগীত, সৃষ্টির প্রায় এক দশমাংশ গান রচিত হয়েছে কখনো হিন্দুস্তানী রাগসংগীত, কখনো লোকসংগীত, কখনো প্রাদেশিক সংগীত, আবার কখনো বা পাশ্চাত্য সংগীতের অবদানে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে মূল আধারের বন্ধন ছাড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের গানে যুক্ত হয়েছে নবতর মাত্রা যা মৌলিকতারই নামান্তর। রূপান্তর এখানে গৌন হয়ে পড়ে, গানগুলি হয়ে ওঠে একান্তভাবে রবীন্দ্রসংগীত। বিশ্বসংগীতে রবীন্দ্রনাথের অবদান বোঝানোর জন্য কলেজের প্রেক্ষাগৃহে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সেখানে বিষয় ভিত্তিক ভাষ্যপাঠ, সংগীত, কার্ড ও চার্টের মাধ্যমে বিষটিকে সকলের সামনে উপস্থাপিত করা হয়। ভারতীয় সংগীতের বিবিধ ঐতিহ্য ও বিশ্বসংগীতের বিভিন্ন ধারাকে গ্রহণ করে নবসৃজনের যে প্রকাশ ঘটেছে রবীন্দ্রসংগীতে সেই গানকে সর্বজনের মনের মাঝে ছড়িয়ে দিয়ে সংস্কৃতিক চেতনার ক্রমঅবক্ষয়ের দিনে রবীন্দ্রচেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সংকটমোচনের স্বপ্ন দেখা ও সকলকে দেখানোই ছিল এই কর্মসূচী রূপায়নের মূল চালিকা শক্তি।

পারমিতা রায়, ক্রমিক সংখ্যা - ১৩৯

<u>*উপসংহার ঃ—*</u>

সমাজ উন্নয়নে বহির্মুখী কর্মের বিভিন্ন দিক আছে। তার মধ্যে শিক্ষিকা শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রীদের সংখ্যা ও অন্যান্য সীমাবদ্ধতার কথা মাথায় রেখেই উপরোক্ত পাঁচটি কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। ছাত্রীদের সকলের ক্ষুদ্র কিন্তু আন্তরিক প্রয়াসের মাধ্যমে, আত্মসর্বস্বতার বেড়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসার মধ্য দিয়ে সমাজকল্যাণমুখী চেতনা প্রকাশিত হয়েছে। ''যতক্ষণ দেহে আছে প্রাণ / প্রাণপণে পৃথিবীর সরাব জঞ্জাল'' — এই মন্ত্রকেই শিরোধার্য করে জীবনপথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ এই কর্মসূচীর মধ্যদিয়ে সূচিত হয়েছে — এখানেই এই বহির্মুখী কর্মসূচীর প্রকৃত সার্থকতা।

# FORESTS – ON THE VERGE OF EXTINCTION

**Monideepa Chakraborty**
Roll No. 30, Section - A

Forests are invaluable property of a nation because they provide raw materials to modern industries, timber for building purposes, habitats for numerous types of animals and micro organisons, good friable and nutrient-rich soils having high content of organic matter, help in increasing the precipitation. They are the natural, sink of carbon-di-oxide because they use carbon-di-oxide to prepare their food during the process of photosynthesis, they provide firewood to millions of people of the world. In fact, forests are 'life line' of a nation because prosperity and welfare of the society directly depends on sound and healthy forest cover of a nation concerned.

It is a matter of serious concern that the present economic man has forgotten the environmental and ecological significance of natural vegetation, mainly forests, and has destroyed it so rapidly and alarmingly that the forest areas at global, regional and local levels have so markedly decreased that several serious environmental problems such as increase in the frequency and dimension of floods, greater incidence of drought due to decrease in precipitation etc. have plagued the modern human society.

The ecologically required forest cover should be 33% of the total geographical area of the country but reports based on satellite images show that only 13% of our country is under different categories of forest cover. If we want to bring back our country to 33% forest cover, then in a period of 15 years, annual rate of afforestation should be 5 million hectares/year, but the present rate of afforestation is only 0.18 present million hectares per year.

Hence, the protection and conservation of forest resources are not only desirable but are also necessary for the economic development of a nation and maintenance of environmental and ecological balance from local through regional to global levels. Forest conservation measures include (i) Protection of remaining forest covers (ii) increase in the forest cover so a to cover 33% of the total geographical area of a country by forests through afforestation in the open wasteland and reforestation of already deforested areas particularly in these deforested areas which are not suitable for cultivation such as mountain and hilly area. Selective felling instead of mass felling of trees according to the justified demand may save unnecessary destruction of valuable forest resources.

# "তিলোত্তমা"

— স্বাগতা চৌধুরী, ২০০৪-২০০৫ শিক্ষাবর্ষ
(ক্রমিক সংখ্যা - ১০২ বিভাগ - গ)

তিলোত্তমা আজও দাঁড়িয়ে থাকে।
সকালের নরম আলোয়,
দুপুরের প্রখর রৌদ্রে।
রাতের মায়াবী মায়ায়,
কালীঘাট ব্রিজে, চৌরঙ্গীর গলিতে,
তিলোত্তমা দাঁড়িয়ে থাকে।

দু'চোখে কাজল কালিমা,
রক্তিম ঠোঁটে করুণ রস,
উন্নত বুকে আশঙ্কা দুরদুর করে কাঁপে,
অনাবৃত পেটে জ্বলন্ত ক্ষুধা নিয়ে—
তিলোত্তমা দাঁড়িয়ে থাকে।

তিলোত্তমা আজও দাঁড়িয়ে আছে,
এক সুসজ্জিত মঞ্চপ্রাঙ্গণে।
দু'চোখে কাজল, রক্তিম ঠোঁট,
উন্নত বুক, অনাবৃত পেট।
সামনের সারিতে মাংসলোলুপ বুদ্ধিজীবীরদল,
তিলোত্তমার মাথায় আজ রত্ন মুকুট।

## বৃষ্টি

— লিলি সরদার
(ক্রমিক সংখ্যা - ৯৩ বিভাগ - খ)

বৃষ্টি মানে মনের কথা
বৃষ্টি মানে কল্পনা।
বৃষ্টি মানে চোখ ভেজানো
বৃষ্টি মানেই আল্‌পনা।
বৃষ্টি মানে পাহাড় ঘেরা
শালবনীদের দেশ,
বৃষ্টি মানে ভেজা আঁচল
ভেজা তোমার কেশ।
বৃষ্টি মানে রাস্তাপরে
হঠাৎ পিছলে পড়া
বৃষ্টি মানে মনে পড়ে
ঠাকুমার সেই ছড়া।
টাপুর টুপুর বৃষ্টিপড়ে
নদে এলো বান।

বৃষ্টি মানে রাস্তাপরে
ইচ্ছে মতো স্নান।
বৃষ্টি মানে চুপি চুপি
হঠাৎ প্রেমে পড়া,
বৃষ্টি মানে স্বপ্ন নিয়ে
অনেক ছবি গড়া।
বৃষ্টি মানে রথের মেলা
আমার পুতুলবর,
বৃষ্টি মানে গাছ গাছালি
আমার পুতুল ঘর।
বৃষ্টি মানে কবিতা লেখা
তোমার ঠোঁটের রেখা,
বৃষ্টি মানে শেষ রজনী
তোমায় শেষ দেখা।

---

## কল্পনা

— লিলি সরদার
(ক্রমিক সংখ্যা - ৯৩ বিভাগ - খ)

কোথায় যেন ভাসিয়েছিলাম ঝিনুকের নৌকা
পলাশ ডাঙ্গার মাঠ পেরিয়ে নিঝুম রাতের তারা।
ক্ষেতের শেষে কলমিলতা আড়াল করে তারি
হিজল বেড়ার ধার ঘেসে সব কতই ঝকমারি।
দিনের শেষে কাকের দলে হাজার কলরব
সুপ্রভাতে শিশির নিয়ে দূর্বা ছলছল।

নৌকা যখন আঁচল ছাড়ি অনেক অনেক দূরে
আমি তখন শুধুই ভাবি নিজের কুঁড়ে ঘরে।
ভোর বেলাতে দোয়েল ডাকে আমার জানলায়
কি যেন সব বলে গেলো নিজের ইশারায়।

# THE INNOCENT VICTIMS

**Saheli Gupta**
Roll No. 10, Section - A

**The Beauty of Garden**

Those newly blooming flowers,

with a smile on their faces.

So are 'little children'

who like the flowers,

Adorn the garden of the Human Race.

But how many do bear

A smile on their innocent faces?

Victim are many of adversities from birth,

Pleasures of childhood unknown to them

Their tender innocent heart has to be moulded

To accept harsh realities of life.

Their 'dream world' is none other

than this cruel world

Indeed are they helpless creatures!

That soft sensitive heart is likely to break!

Nevertheless this disillusionment

are their armour

Against misfortune

so that they can face all adversities

boldly without breaking down.

# OUR YATRA TO MANAASSAROVAR

**Sreejita Mukherjee**

Manaas sarovar......... Lake Manaas ........ Tibet............ the names conjure up a fanciful imagery, a land of the unknown, a place as exotic as it is remote. It was our good fortune that our small group of 26 travellers experienced first hand the magic and beauty of the place.

With the blessing of Pashupatinath, our extremely mixed group set off for the frontier town of China-Nepal border on 26th of May. The beginning was rather subdued because of the continuous drizzle, which has started the day before. But it was only a part of our adventure, as was the broken road and the precariously perched house where we had our tea. The experience of border checking at Kodari was not only educative, but also fitness promoting as it involved a two km hike uphill with our hand luggage to the Chinese check post. The formalities concluded, we got into the waiting land cruisers, which would be our link to the outside world for the next several days.

The first two nights were spent at Nyalamu, the Chinese frontier town to acclimatize to the high altitude at which we would spend the next fifteen days. Here at the altitude of 11000 the living conditions were quite comfortable and the weather was also favourable. The day yielded some vigorous shopping and the evenings passed in gossip and adda. We were definitely enjoying our last accommodation in a *pucca* house, our last stay in a town, and out last proper toilets for the rest of the journey. It was also the beginning of a few severe bouts of altitude sickness for some of us.

When we had heard that the car would go up to the coast of the lake we had all been delighted at the prospect of not having to walk a single km for the privilege. But our subsequent journey was probably even more adventurous. Not only were there no roads or no road signs there was also nothing indicating direction of any kind. Such completely desolate topography is probably never seen anywhere. The sun beat down mercilessly from an azure blue sky. Trees seemed like an alien concept, hedges and bushes a forgotten idea. The colour green seemed to have been leached out of the landscape. Human concept of a beautiful landscape relies almost obsessively on this color. But Tibet showed us

the beauty of bare hills and mountains. Myriad shades of brown, red yellow and amber have combined to bring out the rugged beauty of the country. This is not the soft and tender lap of Bengal. The majesty of the Himalayas here has not been tamed by the soothing touch of bright Rhododendrons or sweet smelling mountain shrubs. Rather it is stark, rocky and deserted. Here the mountains have discarded the frivolous garment of life and stands revealed in their true shades of power and harshness. The few daring thorn bushes have surrendered the hopeless battle and the naked smooth hilly outcrops rise from the polished plateau surface, revealed in all their glory.

Our second stop had been at a small village of Saga. From there we set out for our next destination, the village Paryang. The journey was almost similar to that of the day before. The vast expanse of the flat plateau surface offered no hint about our destination or even about our direction of travel. A new dimension was added by the sand dunes. The view of Gouri-Shankar peak had been beautiful and the Langtang Himalayas had been spectacular. But it was the vast Barchan dunes stretching for mile after mile which was breathtaking. We had entered the windy territory. The complete absence of any water bodies was another feature. After the Mirror lake of the first day we had not seen a single stream or a lake or a puddle. The climate also matched this desert landscape. The scorching heat of the day gave way to freezing temperature at night. We were experiencing first hand the nature of a classical "cold desert".

The sight of the swift-flowing river Brahmaputra finally broke the monotony of the landscape. It bore little resemblance to the vast river of Assam. Here it is young, vigorous and forceful. A rather narrow stream with a very strong current, the river offered the first visual diversion for the last two days. A simple pulley system was used to cross the river. The traffic is apparently too small to warrant the construction of a bridge.

The next day marked a highlight in our trip. We had reached the Manaas sarovar. A large lake with the surface reflecting the blue cloudless sky, it is beautiful more because of the legends surrounding it than because of its appearance. On one side the Mount Kailash stood alone while a range of snowy peaks bordered another side. In this trip snow had not featured very prominently. A number of Full-like water birds provided the fauna of the region. All of us bathed in the water of the lake, which was of a comfortable temperature around midafternoon.

Many of our fellow travelers settled down for *puja* and *home*. There was no temple and no place of worship. Actually there was little need for one. The entire nature was worshipping the great God of destruction with her vast bare arms stretching beyond the horizon. It is probably the most fitting temple for Lord *Shiva*. It is no wonder that He who accepts everything that is discarded by everyone else would choose to honour this desolate and dreary place.

At Manaas sarovar we stayed in tents and experienced regular snowing every morning. It is difficult to decide which was more brutal – the scorching sun of the day, the extremely chilly wind of the afternoon, the freezing temperature of the night or the snowfall of the dawn. But the uniqueness of the landscape compensated for all these difficulties. We took *parikrama* of the lake by jeep and visited a Gumfa. The *Rakshas Taal* stood next tot he lake, condemned by the legend surrounding it. The two lakes, comparable in all their beauty, had not managed to escape discrimination even so far from the human civilization.

A group of *yatris* set off for Kailash *parikrama* which would take nearly three days and the rest of us stayed behind in a nearby village. When they returned, it was time for us to begin our homeward journey. We heard of a number of hair-raising adventures from this group. This trek is definitely not for the unfit or the nervous.

When we reached Kathmandu following the same route as our onward journey, we were a tired band of travelers whose personal hygiene was not of the highest order. But we had learnt the beauty of desolation and the appeal of nothingness. Tibet truly teaches us to realize the insignificance of our daily travails in the face of the vastness of nature.

# অলৌকিক

— কৃষ্ণকলি চৌধুরী, *ক্রমিক সংখ্যা-৪৫*

'অলৌকিক' শব্দটির মধ্যে অবাস্তবতার আভাস স্পষ্ট। কিন্তু অলৌকিক মানেই যে তা অলীক অবাস্তব হবে এমন কথা বলা যায় না। অন্ততঃ আমার বাস্তবজীবন-অভিজ্ঞতা তা-ই প্রমাণ করে। সত্যকার বাস্তবঘটনা অনেক সময় কল্পনাতীত বিস্ময়কর হয়ে ওঠে। তাই তো বলা হয় — Truth is stranger than fiction. এমনই এক বিস্ময়কর সত্যের সম্মুখীন হয়েছিলাম আজ থেকে বেশ কয়েকবছর আগে, তখন আমি বেশ ছোট, সালটা ১৯৯২, পুজোর সময় সপরিবারে গেছি রাজগীর ভ্রমণে। বর্তমান রাজগীর তথা অতীতের রাজগৃহ ভারতের প্রাচীনতম ঐতিহ্যময় ইতিহাসের উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। কেবল ঐতিহাসিক গুরুত্বই নয়; প্রকৃতির মনোহর পরিবেশ সম্বলিত এই নগরী উদয়গিরি, রত্নগিরি, শোনগিরি, বিপুলাচল এ বৈভার-পাহাড় দ্বারা বেষ্ঠিত। যা স্থানটির প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের সাক্ষ্যও বহন করে চলেছে। রাজগীরের স্থানীয় দর্শনীয় স্থানগুলি দেখবার জন্য ৭ই অক্টোবর আমরা বেড়িয়ে পড়লাম। কোনো বাস না গাড়ি নয়, আমরা বেছে নিলাম এখানকার স্থানীয় যান (local transport) টাঙ্গা। সকালে যাত্রা শুরু একে একে সমস্ত দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে লাগলাম। অজাতশত্রু গড়, অজাতশত্রু স্তুপ, বেনুবন, দেবদত্ত গুহা, সপ্তর্ষিকুন্ড, ব্রহ্মকুন্ড, জরাসন্ধের বৈঠক, বৈভায়ের জৈনমন্দির, শিব মন্দির সপ্তপর্ণী গুহা, শোনভান্ডার, মনিয়ার মঠ প্রভৃতি দেখতে দেখতে এগিয়ে চললো টাঙ্গা। ইতিমধ্যে শহর ছেড়ে পার্বত্যপথে প্রবেশ করেছি। যদিও পথটি পিচের, তবে রাস্তা অত্যন্ত সংকীর্ণ, রাস্তার পাশেই ছড়ানো ছোট বড় পাথরকুচি। পথের পাশে মাঝে মাঝেই দু-একটি টিলা। পথপার্শ্বের বৃক্ষরাজি অবনমিত হয়ে চাঁদোয়ার আকার ধারণ করে পথের শোভাবর্ধন করছে। দেখতে-দেখতে, ঘুরতে-ঘুরতে মাথার ওপর সূর্যও ঢলতে থাকে পশ্চিম দিগন্তের দিকে। পথপার্শ্বের বিছিন্ন বৃক্ষরাজিও যেন সংঘবদ্ধ হয়ে অরণ্যের রূপ লাভ করেছে। পার্বত্যপথ, টিলাময় পথপার্শ্ব, অরণ্যময় রাস্তা, পশ্চিমগামী অস্তরবির রশ্মিআভা — সবকিছু মিলে রচিত হয়েছে এক মায়াময় পরিবেশ। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য উপলবিদ্ধর পাশাপাশি মনের মধ্যে তখন পরবর্তী দর্শনীয় স্থানটি দেখবার অদম্য কৌতূহল।

হঠাৎ-ই ঘটে গেল এক দুর্ঘটনা। পথের উপর পড়ে থাকা এক পাথরখন্ডে হোঁচট খেয়ে বসে পড়ল টাঙ্গা ঘোড়াটি, টাঙ্গা গেল উল্টে। আমরা নানা দিকে ছিটকে পড়লাম। দুর্ঘটনার আকস্মিকতার বিমূঢ়তা কাটিয়ে দেখলাম আমি, মা, ভাই ও টাঙ্গাচালক পিচের রাস্তার উপর পড়লেও বাবা পড়ে গেছেন পথপার্শ্বের পাথর খন্ডগুলির ওপর ফলে আমাদের আঘাতের পরিমাণ গুরুতর না হলেও বাবার সারা দেহ গেছে কেটে, হাতে একটি ধারালো ত্রিভুজাকৃতি পাথরের টুকরো গেঁথে গিয়ে অবিরাম রক্ত বের হচ্ছে, হাঁটুতে অসহ্য ব্যথা, শরীরে ছোট বড় নানা ক্ষত। প্রচন্ড যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন বাবা। আমাদের শরীরের নানা অংশ ছড়ে গেছে, নানা জায়গায় কালশিটে, দেহে ব্যথা-যন্ত্রণা। এই অপরিচিত অঞ্চলে এমন পান্ডববর্জিত স্থানে দিশেহারা হয়ে পড়লাম। হঠাৎ-ই অদূরবর্তী টিলা থেকে নেমে এলেন কয়েকজন মানুষ। পরণে তাঁদের লাল কৌপীন, কপালে রক্তচন্দনের তিলক, প্রকান্ড তাঁদের চেহারা। মনুষ্যচরিত্র উপলব্ধির ক্ষমতা সে

বয়সে আমার ছিলনা, তবু একটু অনুভব করলাম এঁদের মধ্যে আছে অসীম তেজস্বিতা। তবে তাঁদের দেখে সাময়িকভাবে ভীতও হয়েছিলাম। তাঁরা আমাদের নিয়ে গেলেন টিলটির ওপরে। সেখানে রয়েছে একটি মন্দির, বাজে ঘন্টা, চলছে পুজো। মন্দিরের সামনে হচ্ছে হোম। এক ব্যক্তি একটুকরো লাল বস্ত্রখন্ড পুড়িয়ে এনে লাগিয়ে দিলেন বাবার ক্ষতস্থানে। মুহূর্তের মধে রক্ত পড়া বন্ধ হল। একজন কিছুটা গরম হালুয়া এনে দিলেন প্রত্যেককে। ঘি-কর্পূরের গন্ধযুক্ত সেই হালুয়া শুধু সুস্বাদুই নয়, মনে হল যেন শক্তি সঞ্চয় করলাম। তারপর খানিকটা সুস্থ হবার পর তারাই টিলা থেকে নেমে এসে ভ্যানে তুলে দিলেন আমাদের। শহরে এসে হাসপাতালে গেলাম চিকিৎসার পর। প্রাথমিক চিকিৎসার পর ভ্যানেই ফিরে এলাম হোটেলে। হঠাৎ-ই সেই ভ্যানচালক স্থানীয়ভাষা হিন্দীতে প্রশ্ন করে বসল, আমাদের সঙ্গে সেই লাল কাপড় পরা 'আদমি'রা কেন এলেন না? আমরা জানালাম, তাঁরা তো এখানকারই বাসিন্দা। সে বিস্মিত হয়ে গেল, তারপর প্রাপ্য পাওয়া নিয়ে চলে গেল।

দুই-তিনদিন পর ওযুধপত্র খেয়ে বাবা কিছুটা সুস্থ হলেন। আমাদের ক্ষত ও ব্যথা বেদনাও কমে এল। তখন আমরা সেই অবশিষ্ট স্থানগুলি দেখব বলে মনস্থ করলাম, যা দুর্ঘটনা কবলিত হওয়ার জন্য অদেখাই রয়ে গেছে। অবশ্য এর পেছনে একটি অন্য উদ্দেশ্যও ছিল। যাঁরা সেই প্রচন্ড বিপদের দিনে এই অপরিচিত স্থানে এমন জনমানবহীন অঞ্চলে আমাদের দিকে সাহায্য ও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপন করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া সেদিনের সেই আকস্মিক বিপদের মধ্যে তাঁদের সঙ্গে পরিচয়ের সুযোগও হয়নি। ১০ই অক্টোবর রিক্সা চেপে বেড়িয়ে পড়লাম। এসে উপস্থিত হলাম সেই টিলার সামনে। আস্তে আস্তে উঠে গেলাম ওপরে। কিন্তু কোথায় কি! কেউ কোথাও নেই! যে মন্দিরে পুজো হতে দেখেছিলাম সেখানে ঢুকে দেখলাম তার ভিতরের অংশ অত্যন্ত জীর্ণ, সর্বত্র মাকড়শার জাল, চারদিকে অসংখ্য পোকামাকড়ের আস্তানা, যা মনুষ্য প্রবেশের অযোগ্য। যেখানে হোম হতে দেখেছিলাম, সে অংশেও বহুদিন মনুষ্যপদচিহ্ন পড়েনি বলেই মনে হয়। তবে সেই মানুষগুলি কোথায়! মাত্র তিনদিন আগে এ অঞ্চলে থাকা মানুষদের কোনো চিহ্ন নেই কেন! মনে তখন নানা প্রশ্নের ঢেউ, আশে-পাশে যতদূর চোখ যায় দেখতে লাগলাম কিন্তু কোথাও কাউকে দেখতে পেলাম না। রিক্সাচালকও আমাদের এই অনুসন্ধান দেখে বিস্মিত। সে জানাল, এখানে কেউ আসে না, থাকা তো অনেক দূরের কথা। এ অঞ্চল দিয়ে সে অনেকবার পর্যটকদের নিয়ে গেছে কিন্তু পুরনো ভাঙ্গা মন্দির দেখলেও পুজো বা হোম হতে দেখেনি। অথচ আমরা তো প্রত্যক্ষ করেছিলাম কয়েকজন মানুষকে। তবে তাঁরা কারা? কোথা থেকেই বা তাঁরা এলেন? — না, এ প্রশ্নের উত্তর আজও অজানা। রাজগীরে অনেক খুঁজেছি তাঁদের, দেখা পায়নি, জানতেও পারিনি তাঁদের সম্বন্ধে। স্থানীয় মানুযদের মতে এধরণের লাল বস্ত্র কোনো মানুষকে তারা কখনো দেখেনি। তারপর নির্দিষ্ট দিনে ফিরে এসেছি কলকাতায়, ব্যস্ত হয়ে পড়েছি যে যার নিজের কাজে, কেটে গেছে একে একে তেরোটি বছর। কিন্তু আজও এই ঘটনা মাঝে মাঝে উঁকি দিয়ে যায় স্মৃতির সরণীতে। যে ঘটনার কোনো ব্যাখ্যা নেই, নেই কোনো যুক্তিগ্রাহ্যতাও। জানি না, পাঠক এ ঘটনাকে অলৌকিক আখ্যা দেবেন কিনা, তবে ঘটনাটি অবাস্তব নয়, অসত্যও নয়।।

# IMPACT OF GLOBALIZATION ON HIGHER EDUCATION – An Indian Perspective

**Dr. Ms Mili Das**
Institute of Education for Women, Hastings House, Kolkata

## Introduction

Globalisation has now become an overwhelming phenomenon, embracing every aspect of trade and commerce. The objectives of globalisation are internationalisation of economic system, free transaction in trade and production, integration of markets for goods and services - an integration that transcends geographical and political boarders. The word has now been included in the vocabulary of every literate person.

While the impact of globalisation in trade, commerce, production and even agriculture are fairly well understood, notwithstanding polarized opinions, Globalisation of the educational system has received much less attention. In this paper we draw the attention of the teaching communities in this important but often neglected topic. According to the Spanish sociologist, Manuel Castells, one of the leading authorities on Globalization, effects on the university will be more drastic than industrialization, urbanization and secularization combined. It is, he claims, the biggest challenge the University has faced for more than a century and a half.

Globalisation in education has been accepted in principle by many developing countries including India. We would restrict our attention to the impact of globalisation in the developing countires, specially India and in the higher education sector.

We have tried to summarise the core concept of *educational globalisation* on the basis of published literature. There is, however, a paucity of literature in our topic of interest. Most of the recent literature deals with Western industrialised countries and the newly industrialised countries of the pacific Rim and therefore has limited relevance for low income countries. [5] The literature that is concerned with low income countries often lacks a firm theoretical basis and ahs been limited to a discussion of the impact of economic globalisation on education. Publications relevant in the Indian context are even rarer, a notable exception being Arnold [11].

We have tried to compensate for the lack of previous work by interacting with a fair number of educationists in an informal survey. While there have been

a rather broad spectrum of opinion and a large variance in the awareness amongt the colleagues surveyed, we have been able to obtain a clearer picture. We have also encountered a very low level of awareness regarding many aspects of globalisation of higher education amongst otherwise well informed educationists.

Regarding the strongly polarised opinions, many Indian educationists perceive Globalisation of education as a pure threat, others a sunblemished opportunities. Insteat of taking sides, we wish to categorize the promises, consequences, opportunities and threats of the educational globalisation.

The Generic Dimensions of Globalisation in Higher Education

*Education as a Product or a Service?*

The formulators of globalisation have categorized education as a service sector. From the beginning of 21st century, with the emergence of General Agreement of Trade in Services (GATS), higher education has been identified as one of the 12 main services, which, have to be opened up for free flow of trade across the countries. The form of this flow will become clear only after April, 2005, when GATS come into full force after rounds of negotiations among participatory countirs (members of WTO) including India. According to policy makers, after the negotiations, the higher education component will become a precious tradable service in many ways. Already many countries and institutions are gearing up to this reality.

The well-entrenched service sectors like banking and insurance has long adopted the ternimologies of manufacturing secors in organizing their areas of operation. Banks and insurance companies now offer "products" rather than schemes or service packages. The new mind set reflects service components a scommodities-albeit in an abstract sense.

*Motivations for globaliation in education*

WTO or GATS authorities have not specifically articulated the motivations of r educational globalisation. It may therefore be safely assumed that the motivations are common for all the items, specially the service sectors ar the same. WTO's fundamental postulate is that 'trade and investment liberalization would lead to more competition, greater marked efficiency and so, necessarily, to a higher standard of living'. Many perceive that after discarding the sugar coating, educational globalisaiton actually aims to establish the freedom of global capital

to invexst and seek profit from education without hindrance from local/national governments. We would not question the moral issues behind such motivations, rather examine this theme further.

The proponents claims the following advantages of educational globaliation:

* Improvemtnt of the standards of education through competition amongst education providers.

* More choice for the students. Students would be able to get or choose their suitable streams of lines to be Specialized.

* Students would get access tothe current and advanced knowledge in their respective fields.

* Increased mobility of students' in search of higher and better education to would lead to intense cultural interaction and cross fertilisation of new ideas.

* Institution and countries can earn revenues by improving and introducing courses which would attract students from different countries.

* Globalization in higher education will make the provision for equal access to higher education and reduce the gap between the developed and developing countries.

*Globalisation and Privatisation*

Education, even higher eduction in most countries is state subsidised. Some countries like U.S. provide hidden subsidies in the form of rresearch contracts and tax relief to commercial organisations who oprovide educational grants. Several European countries (UK and France in particular) charge (higher) differntial fees toforeign students so that such students are not subsidised by the state. In short, the higher education remains a *public service sector* rather than the domian of investment by private enterprises. The World Declaration on Higher Education at theWorld Conference on Higher Educaiton (Paris, October 1998), recognises higher education a *public service*. However the intent of WTO can be fulfilled only when private capitals are allowed to *invest* in higher education. Thismeans that a WTO imposed globalisation presupposes *privatisation* of higher education.

It is interesting to note that countries, which are the proponents of the *freedom of capital*, have not been albe to introduce the concepts of privately

owned universities in their own countries. The reasons may be due to domestic political opinion or the prospects of very poor profit margins.

On the other hand, private colleges, institutions of higher learning, deemed universities and iniversities outside the publicly funed sector have started to bloom in the developing countries. The free flow of investment of trans-national capital can flow only to such private institutions.

Even some of the *enterprising* Universities of the developed countries may like to invest in such private universities to reduce their dependence on state subsidies.

*Globalistion, Distance Education and IT*

While setting up an institution of higher learning through trans-national capital is a possiblity, the financial risks, legislation and taxation aspects amy not make sucha proposition very attractive investment proposition. A far more viable option is setting up a virtual university and offer distance education.

Advances in the Information and Communication Technologies have made it possible to deliver lecture and other instructional materials through the Internet andsatellite bradcast mode. Such initiatives, with or without local franchises have already started. The unresolved issues are accreditaiton of such degrees.

*Perceived Threats*

The developing countries perceive thefollowing threats :

* Commodification of Higher Education and consequent damgage to the educational scenario.

* Local, state-funded universities and under graduate institutions will not be able to match the facilities of global funded institutions and fail to attract better students, research fellows and faculty members if,

* There would be pressure to private state-run institutions and to charge, commercially viable fees.

* Cultural invasion throughcourses inhumanities, where western values and view points will be highlighted.

The developed countries also perceive threats, such as the following:

* Some section apprehend that globalisation is a stunt in many aspects

and would not sustain for a long period. The doubts emerged from the crucial decisions has been taken through the World Trade Organization's (WTO), General Agreement of Trade in Services (GATS).

* Many university authorities apprehend that they will have to learn new tricks to survive.

The Indian Perspective

Many Indian academicians view the globalisation of education as a pure threat. The threats perceived them are not much different from their counterparts in other third world countries. When posed with the question of potential benefits, many apprehend that the opportunities would not sustain. Specially they have objection inmaking eduction commodity and equating the status of foreign universities and domestic would affect the freedom in many situations.

The *optimists among the pessimists* are rearing up hopes that the powerful International Insititutions and organizations will rethink over this issues and would eventually try to keep 'Education' out of GATS.

However, there are many pure optimists as well, who think and believe that India will not suffer from the ill effects due to its inherent strength.

While India shares many common factors withother third world countries, there are some special situations. Some of the Indian institutions of higher learning are recognised throughout the world. People educated in Indian institutions of higher learning are recognised throughout the world. People educated in Indian institutions have received acclaim in many developed countries. Medium of higher education being English, there is wider scope of acceptability. The qualified professionals in the branches of Medicine, Engineering, Computer sciences and Mathematics have high and continuous demand in the foreign countries.

India's strenght in IT infrastructure also means that a viable digital distance education may be set up in near future. In this context, it may be noted that a special Indian satellite EDUSAT had been launched solely for this purpose. India is rich in IT sector in the sense that we have a large number of experts in this branch. This knowledge can be used in preparing Instructional Designs, Kits and Contents for different professional courses. These products can earn revenues by exporting to different countries of demand..

Many Indian Universities and institutions are already attracting foreign students fromthe developing and developed countries over the last few years. In the global market, demand for Indian Higher Education has been created due to the excellent performance of Indian professors and scholars.

The optimists point out that wealthy of India had always the option of sending their children abroad for higher education but given admission to a good institute in India, the many students opt to study in India, at least up to the Bachelor level.

The pragmatists, recognises both the threats and opportunities and urges to get prepared to minimise the ill effects and maximise the benefits. For instance. The University Grant Commission (UGC), has accepted the policies of globalisation recommeded for higher education. The UGC has identified some important direction of development which would help our Higher Education segment to compete the global higher education game. In this respect UGC has already made a program PIHEAD with a controlling body which would navigate theforthcoming changes in the process of globalisation.

The UGC slogan in this respect is worth noting : *Study in India-No limits, no compromise.*

Concluding Comments

We may safely conclude that globalisation in higher education is inevitable, though its form may change depending on the rounds of international negotiations and perception of powerful countries.

In terms of volume of financial transaction, Globalisation of education may be miniscule but its impact may be prolonged for reaching and non-reversible.

Our insititutions of higher educations may have to gear-up soon to face the challenge or reap the benefit-depending on the point of view.

To successfully survive the globalisation wave, we need more of our intelligentsia and specially the academicians to be aware, informed and to participate in debates and dialectics.

Acknowledgement

I am indebted to Prof. Tapan Kr. Ghoshal, Prof. Kalyankumar Dutta, of School of Education Technology & Dr. Smita Sadhu, Senior Lecturer in Department of Electrical Engineering of Jadavpur University, who have enriched me with

information about globalization. I also, acknowledge Prof. A. Sinha; Indian Institute of Management, whose unpublished Manuscript on Globalization has helped us in many ways.

References :

1. Promotion of Indian Higher Education Abroad (PIHEAD), University Grants Commission. www.ugc.ac.in.

2. Dias, P.M.A, Globalisation in Higher Education, Lecture Notes, Paris-2002

3. Globalization and Higher Education, An Introduction : International Association of Universities, www.unesco.org/iau/globalization

4. Globalization and we, Society for Participatory ACtion and Reflection (SPAR) Kolkata.

5. TIKLY, L, Globalisation and Education in the Postcolonial World : towards a conceptual framework, comparative Education *volume 37 no. 2 2001 pp. 151-171*

6. Bibliography on Globalization and Higher Education, http://www.unesco.org/iau/globalization/bibliography.html

7. Neave, G. Globalization : Threat, Opportunity or Both? International Association of Universities, Unesco. http://www.unesco.org/iau/globalization/newsletter-globalization.html

8. Riechert, S. Wachter, B, The Globalisation of Education and Training Recommendations for Coherent response of the European Union., Academic Cooperation Association (ACA), Directorate General for Education and Culture, European Comission. Sept. 2000

9. Altbach, P. G, : Globalization and the University Myths and Realities in an Unequal World, Tertiary Education and Mangement (No. 1, 2004)

10. Higher education in a globalized society – Unesco Education Position Paper-2003

11. David Arnold, Institute of International Education, Internationalization of Higher Education in India, Prepare for Roundtable on Internationalization of Higher Education in India, Association of Indian Universities Mysore, Karnataka, February 26-28, 2001.7

## ।। শ্রীশ্রীমা সারদা ও আজকের শিক্ষা ।।

— অধ্যাপিকা সুজাতা রাহা

"যদাগ্নেদাহিকা শক্তিঃ রামকৃষ্ণে স্থিতা হি যা
সর্ববিদ্যাস্বরূপাং তাং সারদাং প্রণমাম্যহম্।।"

আজ থেকে দেড়শো বছর আগে বাঁকুড়া জেলার জয়রামবাটী গ্রামে শ্রীশ্রীমা সারদাদেবীর জন্ম। আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে আমরা তাঁকে আবাহন করছি — পৃথিবীর সর্বত্রই চলছে শ্রীশ্রীমায়ের পুণ্য সার্ধশত জন্মবার্ষিকীর আরাধনা। প্রায় প্রতিদিনই তিনি জন্ম নিচ্ছেন সন্তানের অন্তরে। হৃদয়ে হৃদয়ে তাঁর নতুন নতুন লীলাসঞ্চারী ভাবের উন্মেষ ঘটে চলেছে। চিরন্তন শাশ্বত কালের মাকে যেন আমরা ফিরে ফিরে দেখছি। আমরা শুধু দেখছি না — আজ একবিংশ শতাব্দীতে মা সঞ্চারিত হয়েছেন আমাদের অন্তরে। চিরন্তনী মা সারদার সেই অপূর্ব ধ্যানপ্রতিমা আজকের এই দিশাহারা, দিক্‌ভ্রান্ত মানুষের হৃদয়ে সুপ্রতিষ্ঠ হয়ে (তাদের) জীবন পরিচালিত করবেন — হয়ে উঠবেন 'সকলের মা'... 'সত্যিকারের মা' — সেই প্রতীক্ষা আশা নিয়েই মাতৃ আরাধনা ও মাতৃ উপাসনা।

❑ ১ আমাদের আচার্যরা বলেছেন ঃ "নাস্তি মাতৃসমগুরুঃ"— মায়ের মতো গুরু আর কেউ নেই। 'অবতারবরিষ্ঠায়' শ্রীরামকৃষ্ণ এবার জগতের মানুষের কানে এবং প্রাণে সেই 'মা' মন্ত্র শুনিয়েছেন, সেই মাতৃমূর্তির নাম সারদাদেবী। শ্রীরামকৃষ্ণ সারদাদেবী সম্পর্কে বলেছিলেন: "ও সারদা — সরস্বতী - জ্ঞান দিতে এসেছে।" বলেছিলেন : "(ও) জ্ঞানদায়িনী।" স্বামীজীও একজন ভক্তকে বলেছিলেন : "তিনি সরস্বতী মূর্তিতে বর্তমানে আবির্ভূতা।" বেদমতে জ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী সরস্বতী। শ্রীশ্রীমা মাতৃত্বের মোড়কে, গুরুরূপে, সরস্বতী মূর্তিতে সমগ্র পৃথিবীর মানুষকে এবারে শিক্ষা দিতে এসেছেন - সেই শিক্ষা হল আমাদের জীবনগঠনের শিক্ষা — জীবন চর্যার শিক্ষা — সংসার জীবনের শিক্ষা — বিশ্বজীবনের শিক্ষা। তিনি তো সাক্ষাৎ "জ্ঞানদায়িনী" — সকল বিদ্যার আধার সারদা হয়েছেন এ যুগের শিক্ষাদাত্রী সরস্বতী।

❑ ২ শ্রীশ্রীমা শিক্ষাদাত্রী সরস্বতী — অথচ নিজে কোনো বিদ্যালয়ে পাঠগ্রহণ করেন নি। ধরাবাঁধা বইও তিনি পড়ার সুযোগ পান নি। কিন্তু মা জানতেন, মনে মনে বিশ্বাস করতেন, শিক্ষা মানুষের জন্মগত অধিকার — শিক্ষাই মানুষের মধ্যে সুস্থ চেতনাবোধ আনতে পারে। তাই তিনি এই মৌলিক অধিকার, বিশেযত মেয়েদের শিক্ষা বিষয়ে বিশেষ সচেতন ছিলেন। আমরা শুনেছি, মা বর্ণপরিচয় পাঠ করতেন। কিন্তু হৃদয়রাম তাঁর কাছ থেকে বই কেড়ে নিয়েছিলেন। মা কিন্তু থেমে যান নি। পুনরায় বই আনিয়ে সকলের আড়ালে তিনি বই পড়তেন। অথচ তিনিই শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশে জগতের মানুষের দায়ভার কাঁধে তুলে নিয়েছেন। আসলে সংসার জীবনের প্রতিটি খুঁটিনাটি শিক্ষাই তিনি লাভ করেছিলেন স্বামী শ্রীরামকৃষ্ণের কাছ থেকে। সল্‌তে পাকানো থেকে শুরু করে কোন্ রান্নায় কি মশলা ব্যবহার করতে হবে — সংসারে কোন্ মানুষের সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করতে হবে — ইত্যাদি প্রতিটি বিষয়ে শ্রীশ্রীঠাকুর তাঁকে শিক্ষা দিয়েছিলেন। ঠাকুরের কাছ থেকে মায়ের লাভ করা গৃহজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাটি হল : "যখন যেমন, তখন তেমন, যাকে যেমন, তাকে তেমন, যেখানে যেমন, সেখানে তেমন" — প্রকৃতপক্ষে

এই মন্ত্রেই মা স্বয়ংসিদ্ধা হয়েছিলেন — এই মন্ত্রেই মা জগতের সকল মানুষকে আপনার জ্ঞান করেছিলেন — বলতে পেরেছিলেন "আমি মা, জগতের মা, সকলের মা।" ... "ব্রহ্মান্ড জুড়ে আমি সকলের মা।" শুধু মুখের কথাতেই নয়, নিজের প্রত্যক্ষ আচরণ দিয়ে মা দেখিয়ে দিয়েছিলেন, তিনি পশুপাখি, কীটপতঙ্গ, সাধু, গৃহী, সতী, অসতী, হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান ভারতবাসী, ইংলন্ডবাসী, আমেরিকাবাসী— আবিশ্ব সকলের মা — 'সত্যিকারের মা'।

❑ ৩ ... তাঁর জীবনই তাঁর বাণী — মায়ের আশ্চর্য সুন্দর জীবনখানিই তো একটি সর্বজন - শিক্ষণীয় পাঠ্যগ্রন্থ। তাঁর সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবনের ছত্রে ছত্রে বিধৃত হয়েছে সত্যের শিক্ষা, ধৈর্যের শিক্ষা, ত্যাগের শিক্ষা, ক্ষমা, সহনশীলতা, করুণা, মমতা ও আত্মপ্রত্যয়ের শিক্ষা — সর্বোপরি সকল অবস্থায় অবিচল থাকার শিক্ষা। জীবনের মধ্য দিয়েই তিনি জগতের মানুষকে দিয়ে গেলেন জীবনগঠনের শিক্ষা।

শ্রীশ্রীমা আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছিলেন, সে শিক্ষার মূল কথা হল সমন্বয়ের শিক্ষা। প্রত্যেক মানুষের আভ্যন্তরীণ জগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে সমন্বয় সাধনের শিক্ষা। এই সমন্বয়ী শিক্ষা প্রকৃতপক্ষে মায়ের ভাষায় হয়েছে জীবনে পরিপূর্ণতার শিক্ষা। নিজের সমগ্র জীবনের মধ্য দিয়ে জীবন গঠনের প্রতিটি আদর্শ তিনি শিখিয়ে দিয়ে গেছেন। তাঁর শিক্ষাদর্শনের মূল কথা হল 'শিক্ষাই জীবন — জীবনই শিক্ষা'— যা আজকের দিনে আধুনিক প্রয়োগবাদী দর্শনের বড় কথা।

❑ ৪ শ্রীশ্রীমা যে সমন্বয়ের শিক্ষার কথা বলেছেন — তার কয়েকটি দিকের কথা উল্লেখ করা যাক্।

তিনি চেয়েছেন প্রতিটি মানুষকে আদর্শ জীবনের অধিকারী করে গড়ে তুলতে — আর এজন্য মানুষের মধ্যে আত্ম-প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস ও আত্মনির্ধারণ ক্ষমতা (Self determination) জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। যাতে ব্যক্তি স্বনির্ভর হয়ে উঠতে পারে। আত্ম-প্রত্যয় জাগিয়ে বিশেষ করে নারীর পরিনির্ভরতা দূর করার ক্ষেত্রে তিনি বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এক স্ত্রী ভক্তকে তিনি বলেছেনঃ "পায়ে হেঁটে যাবে, একাই যাবে। চিরদিনই কি তুমি ছেলেমানুষ থাকবে?' যে যুগে মেয়েরা দিনের বেলাতেই একলা যাতায়াত করতেন না — সে যুগে সন্ধ্যাবেলায় একলা পায়ে হেঁটে বাড়ি ফেরার নির্দেশ রক্ষণশীল সমাজ নারীকে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে স্বনির্ভর হয়ে উঠার এ এক বলিষ্ঠ আহ্বান।

দ্বিতীয়তঃ, মা চেয়েছেন ব্যক্তির মধ্যে আত্মোপলব্ধি বা আত্মসচেতনতা বোধ (Self realisation) জাগ্রত হোক — যাতে ব্যক্তি নিজের অস্তিত্ব, অধিকার, ক্ষমতাবলী, সম্ভাবনা প্রভৃতি সম্বন্ধে সচেতন থাকবেন। বিশেষতঃ মেয়েদের মধ্যে এই আত্মসচেতনতা বোধ জাগানোর জন্য তিনি মেয়েদের শিক্ষার কথা বলেছেন। তাদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর কথা বলেছেন। রাধুদি মিশনারী স্কুলে পড়েছেন — তাতেও তাঁর কোনো আপত্তি নেই — কারণ তিনি জানতেন শিক্ষার মধ্য দিয়েই মানুষের মধ্যে সুস্থ চেতনাবোধ তথা আত্মপ্রত্যয় বোধের উন্মেষ ঘটে। আর ১৮৯৮ সালের ১৩ই নভেম্বর শ্রীমা উদ্বোধন করলেন নারী জাগরণের অন্যতম প্রাণকেন্দ্র নিবেদিতা প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়ের — আশীর্বাদ করলেন - "আমি

প্রার্থনা করছি, যেন এই বিদ্যালয়ের ওপর জগন্মাতার আশীর্বাদ বর্ষিত হয় এবং এখান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মেয়েরা যেন আদর্শ বালিকা হয়ে ওঠে'' — যে আশীর্বাদের মধ্য দিয়ে ভবিষ্যৎ নারীজাগরণের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন। শুধু তাই নয়, এখান থেকেই সূচনা হল স্ত্রীমঠ স্থাপনার শুভ উদ্যোগ। যার আজকের ফলশ্রুতি শ্রীসারদামঠ। নারী যে পুরুষের সাহায্য ছাড়াই স্বীয় শক্তিতে উঠে দাঁড়াতে পারে, সমাজে এক সক্রিয় ভূমিকা পালন করতে পারে — তা তিনি নিজের জীবনে এবং সারদামঠের সন্ন্যাসিনীদের দিয়ে দেখিয়ে গেলেন। শিক্ষা, সংস্কৃতি, আধ্যাত্মিকতা, সেবা, প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই সমগ্র পৃথিবী ব্যাপী শ্রীসারদামঠ যে ভূমিকা পালন করে চলেছে তাকে নারী জাগরণ তথা নারীমুক্তি আন্দোলনের এক কার্যকর নীরব অধ্যায় বলা যায়।

আর মায়ের সমন্বয়ী শিক্ষার তৃতীয় দিকটি হল প্রত্যেক মানুষের আভ্যন্তরীণ জগৎ ও বস্তুজগতের মধ্যে সমন্বয়ের শিক্ষা যার প্রধান কথা হল আত্মসমন্বয়ন (Self integration).

আধুনিক মূল্যবোধ শিক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় ব্যক্তির আদর্শজীবনের বিকাশ এই ত্রিমাত্রিক তলে সংঘটিত হয় — এই তিনটি মাত্রা হল আত্মনির্ধারণ বা আত্মপ্রত্যয়, আত্মোপলব্ধি এবং আত্মসমন্বয়ন। শ্রীশ্রীমা মূল্যবোধ শিক্ষার এই আধুনিক দিকগুলিকে সুনিপুণভাবে আমাদের শিখিয়ে দিয়ে গেছেন।

❑ ৫ আধুনিক শিক্ষার আর একটি বড় দিক হল গণতন্ত্রের শিক্ষা। গণতন্ত্রের মূলনীতি হল ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা, সাম্য, সহনশীলতা, সহযোগিতামূলক মনোভাব, শৃঙ্খলা প্রভৃতি। মা জানতেন সুস্থ সমাজ পরিবেশ গড়ে তুলতে হলে সমাজের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার প্রাপ্য মর্যাদা দিতে হবে। তিনি নিজে জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষকে মনুষ্যত্বের মর্যাদা দিয়েছেন। এমনকি পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতিও মায়ের কাছে যথোপযুক্ত যত্ন, মর্যাদা লাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে তাঁর দেওয়া শ্রেষ্ঠ শিক্ষা হল: ''যার যা সম্মান, তাকে সেটুকু দিতে হয়। ঝাঁটাটিকেও মান্য করে রাখতে হয়।''

গৃহজীবনের ক্ষেত্রে মা নারীদের ওপর খুব বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কারণ মা জানতেন, নারীর মন যদি সংসারের বাইরে হয়ে যায় — গৃহের সূত্রের সঙ্গে একসূত্রে বাঁধা না থাকে তাহলে সেই গৃহে কখনও শান্তি আসবে না। মা বলেছেন সহ্যগুণ সব থেকে বড় গুণ — নিজে ছিলেন পৃথিবীর মতো সহ্যশীলা তাই জগতের মানুষকে তিনি শিখিয়েছেন — "পৃথিবীর মতো সহ্যগুণ চাই।" ... সহ্যের মতো গুণ নেই ... যে সয় সে রয়, যে না সয়, সে নাশ হয়।'' মা আরও শিখিয়েছেন মেয়েদের সহ্যগুণ চাই-ই। নাহলে সংসারে শান্তি থাকবে না — যার স্বামীর রোজগার কম তাকেও ঐ অল্প আয়েই গুছিয়ে সংসার চালাতে শিখতে হবে। মা বলেছেন সন্তোষে থাক, আনন্দে থাক। 'সন্তোষের সমান ধন নেই' — এ শিক্ষা সবার জন্য।

❑ ৬ আজ একুশ শতকে দাঁড়িয়ে শ্রীশ্রীমায়ের শিক্ষাচিন্তা ও শিক্ষাদর্শনের দিকে তাকালে লক্ষ্য করা যায়, আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর পূর্বে মায়ের দেওয়া শিক্ষানীতি, কৌশলগুলি ছিল সংস্কারমুক্ত আধুনিক শিক্ষাচিন্তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত — যা আজকের দিনেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক।

১৯৯৬ সালে আন্তর্জাতিক শিক্ষা সম্মেলনের রিপোর্টে (ডেলর কমিশন রিপোর্ট) আধুনিক শিক্ষার চারটি প্রধান স্তম্ভের কথা বলা হয়েছে। শিক্ষার চারটি প্রধান নীতি হল : (ক) Learning to be (খ) Learning to do (গ) Learning to know (ঘ) Learning to live together.

শ্রীশ্রীমা আমাদের যে শিক্ষা দিয়েছেন তা ছিল মূলতঃ জীবনগঠনের শিক্ষা তথা জীবন- চর্যার শিক্ষা। ব্যক্তির মধ্যে আত্মপ্রত্যয়, আত্মসচেতনতা ও আত্মসমন্বয়নের বোধ জাগ্রত করে তিনি ব্যক্তিকে পরিপূর্ণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আদর্শ মানুষ হয়ে ওঠার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন। আর সে শিক্ষা মানুষকে সকল কর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তুলবে। মানুষ সকল কাজকেই জীবনের ব্রত হিসেবে গ্রহণ করতে পারবে।

শ্রীশ্রীমা নিজে ছিলেন ব্রহ্মজ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠ ব্রহ্মশক্তি স্বরূপা। অথচ আমাদের জন্য সর্বদাই কর্মে ব্যাপৃত রইলেন। কর্মের দ্বারা চিত্তশুদ্ধির কথা আচার্য শঙ্করও বারবার বলেছেন। শ্রীশ্রীমা এ যুগে বললেন : "কাজ করা চাই বৈকি, কর্ম করতে করতে কর্মের বন্ধন কেটে যায়, তবে নিষ্কাম ভাব আসে।" ঠাকুরের নীতি যদি হয় সর্বধর্মের সমন্বয়, শ্রীশ্রীমায়ের মূলনীতি হল সর্ব কর্মের সমন্বয়। কর্মের দ্বারাই জ্ঞানলাভ ও মুক্তি — একথা তিনি নতুন করে শেখালেন।

"কেউ পর নয়, জগৎ তোমার" — এখান থেকেই মায়ের বিশ্বজীবনের শিক্ষা। জগতের সকল মানুষকে আপনার করে নিতে শেখা — সকলকে নিয়ে বাঁচার শিক্ষা — এ আদর্শ মা নিজের জীবনে বারে বারে দেখিয়ে দিয়েছেন।

স্বামীজীর তিন বিদেশিনী শিষ্যা ভারতে আসছেন। মা অধীরভাবে তাঁদের জন্য অপেক্ষা করছেন — প্রথম পরিচয়েই মা 'আমার মেয়ে' বলে সস্নেহে তাঁদের বুকে জড়িয়ে ধরলেন; আন্তরিক আদর আপ্যায়নে ভরে দিলেন তাঁদের হৃদয়। শুধু তাই নয়, নিজের হাতে তাঁর সেই বিদেশিনী মেয়েদের মুখে খাবার তুলে দিচ্ছেন — আর তাঁরাও মাকে খাইয়ে দিচ্ছেন। এই অপূর্ব দৃশ্যের কথা স্বামীজীকে জানানো হলে তিনি আনন্দে নাচতে থাকেন। গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দকে স্বামীজী লিখছেন :— "ভাবতে পার, মা আমেরিকান আর ইউরোপীয়ান মহিলাদের সঙ্গে একসঙ্গে আহার করছেন"— মানুষের গড়া ব্যবধানের প্রাচীরকে লোকজননী মা সারদা এভাবেই ভেঙে চুরমার করে দিলেন। বাগবাজারের বাড়ীতে সেদিনই ভারত ও বহির্বিশ্ব মিলে মিশে একাকার হয়ে গেল। সেদিনই 'সকলকে নিয়ে বাঁচার' মহানমন্ত্রটি কার্যে রূপায়িত করে মা নীরবে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়ে গেছেন। প্রকৃতপক্ষে আজ একবিংশ শতাব্দীতে আন্তর্জাতিক শিক্ষা কমিশনগুলি যে কথা ভাবছেন — শিক্ষার এই আধুনিক নীতিগুলি মা সে যুগে নীরবে বসে কার্যকরী করে গেছেন। তাই তো আজকের দিনেও মায়ের শিক্ষাচিন্তা, নীতি, কৌশলগুলি সমভাবে প্রাসঙ্গিক।

❑ ৭ সকলের জন্য ছিল মায়ের সমান ভালবাসা। সে ভালবাসা গণ্ডীছাড়া ভালবাসা। তিনি এমন এক বিরাট কোল পেতে বসেছেন — যে কোলে শরৎ থেকে আমজাদ পর্যন্ত নির্বিচারে সকলেই আশ্রয়

পেয়েছেন — সমগ্র পৃথিবীর মানুষ খুঁজে পেয়েছেন তাঁদের শান্তি ও আনন্দের নীড়। স্নেহের মন্ত্র দিয়ে সমগ্র পৃথিবীর মানুষের চেতনার ঊর্ধ্বায়ন ঘটিয়েছেন।

মাটির প্রদীপের স্নিগ্ধ শান্ত কিরণের মতো তাঁর দ্যুতি। তাঁর সর্বপ্লাবী মাতৃত্বের অপ্রতিরোধ্য গতি একদিন সমগ্র মানবজাতিকে সেই মহাসঙ্গমের দিকে আকর্ষণ করে নিয়ে যাবে বলে আমাদের বিশ্বাস — যে মহাসঙ্গমের এক নাম শান্তি, আর এক নাম প্রেম ও অপর নাম সারদা।

দেহত্যাগের কয়েকদিন আগে মা বলেছেন, 'যদি শান্তি চাও মা কারও দোষ দেখো না। দোষ দেখবে নিজের। জগৎ কে আপনার করে নিতে শেখো। কেউ পর নয় মা, জগৎ তোমার।' জগতের উদ্দেশ্যে এই তাঁর শেষ বাণী। আর সবাইকে জানিয়ে গেলেন তাঁর পরম আশীর্বাদ :— ''যারা এসেছে, যারা আসেনি, আর যারা আসবে, আমার সকল সন্তানদের জানিয়ে দিও মা — আমার ভালবাসা, আমার আশীর্বাদ সকলের উপর আছে।'' মা তাঁর জীবনের শেষ অমৃতবাণী ও আশীর্বাদ আমাদের জন্য রেখে গেছেন — ভাবীকলের সমস্ত মানুষের জন্য রেখে গেছেন — এ আশীর্বাদ শুধু সমকালের নয় চিরকালের। তাই তো তিনি জগতের মহামাতা — মহাজননী।

আজ সার্ধশতবর্ষ অতিক্রান্ত — কোটি কোটি মানুষ তাঁর অমৃত প্রবাহিনী ধারায় অবগাহন করে শীতল হয়ে চলেছে। অনাগত কালেও সেই অমৃতধারায় অগণিত মানুষ অভিসিঞ্চিত হবে। যুগ যুগ ধরে আমাদের সকলের মা সারদার অমৃতজীবন ও বাণী মানুষকে অনুপ্রাণিত করে চলবে অমৃতলোকের যাত্রাপথে। কাল থেকে কালান্তরে, যুগ থেকে যুগান্তরে তাঁর অমর অধিষ্ঠান। শ্রীশ্রীমা সকলের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হোন্ — মায়ের কাছে এই প্রার্থনা জানিয়ে তাঁর শ্রীচরণে জানাই ভক্তি বিনম্র প্রণাম —

*জননীং সারদাং দেবীং রামকৃষ্ণং জগদ্‌গুরুম্।*
*পাদপদ্মে তয়োঃ শ্রিত্বা প্রণমামি মুহুর্মুহুঃ।।*

---

তথ্যগ্রন্থ ঃ—

১। চিরন্তনী সারদা — স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

২। উদ্বোধন পত্রিকা ১০৬তম বর্ষ — শ্রীশ্রীমা সারদা দেবীর আবির্ভাবের সার্ধশতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে বিশেষ সংখ্যা।

৩। শ্রীমা সারদাদেবী — স্বামী গম্ভীরানন্দ।

৪। শতরূপে সারদা — স্বামী লোকেশ্বরানন্দ সম্পাদিত।

# "স্বয়মনুকৃতিপাঠ — জীবনে"

— অধ্যাপিকা গীতা মুখোপাধ্যায়

মহাভারতে, কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে ও ইউরোপীয় রচনায় আমরা প্রশাসনের বিবিধরূপ সম্পর্কে অবহিত হই। এজাতীয় প্রশাসন নয়, বিবেকের প্রশাসনই মানুষকে জীবনব্যাপী প্রক্রিয়ারূপী শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে। আজ জীবনে চলার পথে যে মৌহূর্তিক নির্দেশ অবশ্যই যা বিবেকজাত মানুষকে সঠিক পথে চলতে সাহায্য করে সেরকম কিছু বিষয় আমরা এক্ষনে প্রণিধান করব।

মানুষের প্রকৃত পরিচয় কর্মক্ষেত্রে পাওয়া যায় আর পাওয় যায় দুঃখবিপদে। যে কোন বিষয়গত অহঙ্কার অভিমান মানুষকে অন্ধ করে দেয়। সে কারও কাছ থেকে কিছু শিখতে বা গ্রহণ করতে পারে — এই ব্যাপারটা সম্পূর্ণরূপে তখন বিস্মৃত হয়। সর্বসময় শিশিক্ষু হতে হবে — তাহলে যেখানে যাওয়া যায় সেখান থেকেই কিছু শিক্ষা করা যায়। মানুষ যখন শিশুসুলভ সরলতা নিয়ে সম্পূর্ণ নিরভিমান মনে কোনকিছু জানতে, বুঝতে শিখতে ও গ্রহণ করতে চায় তখন তার উন্নতির পথ মুক্ত ও স্বাভাবিক হয়। শিক্ষার শেষ নেই। জীবনের শেষদিন পর্য্যন্ত শুধুমাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীমাত্রসার শিক্ষাভিমানী তথাকথিত শিক্ষিতদের কাছ থেকে নয় যাঁরা চরিত্রবলে উন্নত ও মহত্ত্বের সাধনায় মহান তাঁদের কাছ থেকেও যতটা পারা যায় শিখে নিতে হয়। সবরকম মোহাকর্ষণ অতিক্রম করে নিজের লক্ষ্যপথে অগ্রসর হতে পারলেই প্রকৃত বীর হওয়া যায় ও সেই প্রকৃত শিক্ষিতপদবাচ্য। শোক-তাপ, দুঃখ ও ভয় মানুষের শক্তিকে স্তব্ধ করে রাখে এবং যথোচিত উদ্যম-উৎসাহ, সাহস, বিক্রম ও পরাক্রম মানুষকে নবনব শক্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলে। জটিল থেকে জটিলতর লোকচরিত্র এই জটিলতার গ্রন্থি মোচনই পরিবারিক শান্তি, সামাজিক কল্যাণ ও জাতীয় উন্নতি আনয়ন করে কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় বহুবিচক্ষণ নেতা ও মনীষী এই বিষয়ে ব্যর্থ হয়ে নানা অসুবিধার জনক হয়ে থাকেন। শিক্ষার্থী ও পরীক্ষার্থীর ভ্রমপ্রমাদ নির্ণয়ের দায়িত্ব শিক্ষক ও পরীক্ষকের। আইনজ্ঞ বিচারক আসামীর প্রকৃত অপরাধ বা নিরপরাধিত্ব বিচার করে ও উচ্চতর পর্য্যায়ের ন্যায়াধীশবৃন্দ বিচারকের বিচারের যাথার্থ্য বিচার করে দেখেন। সাধারণ লোকের ন্যায্যতা-অন্যায্যতা বিচারের যোগ্য অধিকার থাকে না, যাঁরা বিজ্ঞ ও প্রাজ্ঞ তাঁরাই বিচারের প্রকৃত যোগ্যতার অধিকারী।

মনুষ্যচরিত্র অনেককথা জানে বলে গর্ব বোধ করে — কিন্তু বাস্তবে দেখি জানা কথাও পালন না করার জন্য তাদের দুঃখানুভূতিও থাকে না বিন্দুমাত্র। এটা চরমদুর্ভাগ্য ও চরমপরিতাপের বিষয়। কেবলমাত্র বড় বা ভাল কথা জানার উপরই মানুষের বড় বা ভাল হওয়া নির্ভর করে না। জানা কথা পালন করার মধ্য দিয়ে মানুষের ভাল হওয়া ও বড় হওয়ার ব্যাপারটি অপেক্ষা

করে। সংশয়, সন্দেহ ও অবিশ্বাস পদে পদে থাকলে তা অসুখেরই নামান্তর হয়। সন্দেহবাতিকতা মারাত্মক ব্যাধি বলে পরিগণিত হয়। এই দোষ আপনজনকে পর ও সংশ্লিষ্ট অপর সকলকে শত্রু করে পরিবারে ও প্রতিষ্ঠানে ভাঙ্গন ধরায় ও সর্বক্ষেত্রে অশান্তি সৃষ্টি করে পারিপার্শ্বিক আবহাওয়াকে বিষাক্ত করে তোলে। মানুষের অন্তরকে ঘূণের মত ধীরে ধীরে একেবারে অন্তঃসারশূন্য করে তোলে। মানুষ অকর্মণ্য হয়ে যায়, মানুষের শান্তি ও কল্যাণ বিঘ্নিত হয়। উন্নতি ও অভ্যুদয়ের পথ রুদ্ধ করে জীবনকে সম্পূর্ণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। সর্বপ্রকার প্রযত্নে এই বিষবৃক্ষের অঙ্কুর মূলেই উৎপাটিত করা বাঞ্ছনীয়।

ক্রোধ সংবরণ করতে হবে। ধীর স্থির শান্ত হতে হবে। প্রকৃতিস্থ হয়ে দেখতে হবে — এই মহাশত্রুকে কোনমতেই প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। গীতায় আছে "ক্রোধাৎ ভবতি সম্মোহঃ"। ক্রোধ মানুষকে বিভ্রান্ত করে। ক্রোধান্ধ ব্যক্তি নিমেষের মধ্যে আত্মসম্বিত হারিয়ে হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে অনর্থের সৃষ্টি করে।

পরিশেষে বলি রাবণ যদি নিজের সহোদর ভাই বিভীষণকে অপমান করে তাড়িয়ে না দিত ও শ্রীরামচন্দ্র যদি শরণাগত বিভীষণকে এবং সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান প্রভৃতি বিরোধী বীরদের নিজের মতে এনে স্থান না দিত তাহলে রামায়ণ অন্যরূপ ধারণ করত। এজন্যই বলা হয় বিবেকবুদ্ধিকে জাগ্রত করে বিচারের ভুল না করে জীবনপথে অগ্রসর হতে হবে। সহকর্মী ও অনুগামী লোকের অবাঞ্ছিত ব্যবহার সাধ্যমত সহ্য করাই ধৈর্য্য শক্তির পরীক্ষা। লাভবান বা লাভবতী হতে হলে এই পরীক্ষায় যথেষ্ট উন্নত হওয়া প্রয়োজন।

"যে সয় সে রয়"।

এ পর্য্যন্ত কোন নতুন তথ্যই পরিবেশন করা হল না। সংশোধিত বি.এড - পাঠ্যক্রমে কলাবিভাগের অন্তর্গত সকল মেথড বিষয়ই অনুকৃতিপাঠের বোঝা এ ২০০৪-২০০৫ এই শিক্ষাবর্ষ থেকে কাঁধে নিয়েছে। কখনই বলতে পারবে না "এ বোঝা আমার নামাও বন্ধু নামাও" কিন্তু জীবনপথে চলতে চলতে শিক্ষিকা জীবনসৈকতে হাঁটতে হাঁটতে সহযাত্রীরূপে যে নুড়িগুলি এসে অনবরত পা আটকে দেবে সেগুলি সম্পর্কে সচেতন হয়ে চলতে হবে বৈকি। তা-ই — এই সব জানা কথা "চরৈবেতি"— এগিয়ে চল — "মা ভৈঃ।

# ROLE OF LANGUAGE TEACHING IN PROJECT WORK

**Prof. Aparna Chakraborty**

Project work is included in the curricula of most secondary schools today. It is part of the process of empowering the student as they learn to take more responsibility for what they learn and how they learn it, and gradually develop into independent thinking individuals. In a "received culture" such as ours, most educational processes ignore the learners interests and abilities, learning styles though our classroom experience tells us that Learners learn what they want to learn not what Teacherss try to teach them. So, it is important to give the Learner some choice where learning is concerned. Also, with advent of computers and internet and ss becoming more and more technology savvy, the role of giving information has reduced. Information is readily available and what they must learn to do with it. This is where Project Work comes in.

Project Work may assist Teachers in many ways :

To motivate – Learners are far more personally involved in a project than in an average class. This makes them more interested and focused in what they do. In the process, they also pick up a lot of extra knowledge.

Helps to give learner more autonomy – learner is able to choose what he wants to learn.

Helps assume more responsibility – The content and methodology develops as a results of Teacher-learner interaction and the learning outcome is made more tangible. Know exactly what they have to achieve and its extent.

Assists in collaborative learning – In a project, group work is desirable. The atmosphere, being more cooperative than competitive, helps to adjust with peers, learn from each other and learn more about himself in the process.

More parental involvement.

In the case of language teaching, Project Work has a definite role. It can be used to teach the four skills in an integrated manner. Tasks and language input can be more realistic, authentic and learn the language they need to use to communicate in real life. Project-based learning could be viewed as a 'versatile vehicle' for fully integrated language and content learning making it a viable option for language-educators opting for content based language learning in fields such as English for specific Purposes, English for Academic Purpose and English for occupational/ vocational/professional purposes, Project Work is viewed by most advocates as

"not as a replacement for other teaching methods" but rather 'an integrated approach to learning which complements mainstream methods and which can be used with almost all levels, ages and abilities of students'. [Haines 1989] In classrooms, where a commitment has been made for content – based learning, Project Work is particularly effective because it is a natural extension of what is taking place in class.

Projects are of three types (Henry) :-

a) Structured Project Work – Topic, Material, Methodology and Presentation is decided solely by the Teacher.

b) Unstructured Project Work – Every aspect of the Project is decided by the students.

c) Semi-structured – Aspects of the project decided partly by teacher and partly by students.

Project Work requires careful planning on the part of the Teacher. At the school level, I believe, largely structured projects will field better results. When a project work is planned, Teachers should try to link the work to real world concerns and students interests. The exact type of project should be decided beforehand – it may be the research type (which involves library work, internment activity, media, literature, video, etc.) survey projects, or encounter projects (which will involve face-to-face interviews). Usually, research projects are more suitable for language learning. Project work must be well organised and set with definite time limits. It should facilitate some content learning alongwith some explicit language instruction opportunity.

The steps (as defined by Fried Booth) for a project may be stated below :

Step I : In the step, the topic/s is decided and teacher may or may not consult students. Usually Students are divided into groups beforehand and given a few topics to choose from. Attempt should be made to delimit the topic as far as possible. For eg. if the topic, 'Recent Municipal Elections in Kolkata' is chosen, there should be a discussion about the major issues to be selected. At this stage, emphasis should be on development of accuracy and fluency in speaking, critical thinking skills and active listening.

Step II : The final outcome is determined beforehand. Usually, a comprehensive project is recommended, which includes a bulletin

board display, written report, and perhaps a powerpoint presentation on the topic. The end point should also be discussed, and taking into account the nature of the project and the varying abilities of students, it should be decided whether any kind of performance will be included (i.e. theatrical or otherwise).

Step III : The structuring of the project begins at this point, Questions like : What information is required? What sources will be utilized? How will information be compiled and analyzed? will be answered. The role of each student within the group must be decided. There will be a fair amount of teacher guidance provided here.

Step IV : Students will be prepared for gathering information. Language instruction will be tailor made to suit individual needs. For eg, interviewers must be taught to frame precise questions, those students who will do library work will be taught to skim and take written notes. Others may be taught letter writing where they are requesting information on the given topic.

Step V : Students gather information. The teacher guides students and helps them to use the sources suggested.

Step VI : Students analyze, information and teacher helps them to verify the various sources of information.

Step VII : At this stage, information is selected. Here, it is advisable to allow students to choose what they want to present.

Step VIII : This is the stage when the presentation is made, based on students perceptions of the topic. The language demands of the culminating activity must be met and this includes oral presentation skills, organisation of ideas, revision of written reports, using the right kind of vocabulary.

The teacher's role is that of a facilitator and "a participant, a coordinator, when necessary, a figure in the background evaluating and monitoring the language being used". (Fried Booth).

Project work provides a vibrant learning environment, reducing the monotony of the regular classroom, catering to various levels and needs of students in large classrooms.

# ENGLISH TEACHING IN BENGALI MEDIUM SCHOOL : Question and Suggestions

**Tandrima Chattopadhyay (136)**

As I was to take study leave for the B.Ed course last year, the melancholy faces of my students, their tenderly written cards – "Don't forget us", the innocent signatures on the card stayed with me as I entered IEW, Hastings House. I promised myself to return to my school as an efficient teacher. Our devoted, enthusiastic and, of course, technically sound method-teacher (of English) encouraged me and I was all ears through out the session.

When I joined the school as an assistant teacher of English, I realized that the students needed to develop their understanding of English as a language. To them English was like any other school subject : they used to prepare set question/ answers to face the exams. I tried to break this wrong conviction first. Then I was not well-aware about the skills, but unknowingly I started my own program of Skill-Development.

To give students a taste of English prose-rhythm, intonation and accent, I wrote dialogue-passages (made it dramatic by using appropriate emotions) using new vocabulary and distributed the photocopies among them. Then I read it out properly and slowly, clarificing meanings with their help. I used to arrange a competition the day after and the best readers were awarded. I thought it would help them to realize how English should be spoken and to learn new words and their usage. These measures may not be totally successful, but they had a feeling that English like other subjects is not only textbook based. They can experiment with it, they can create it. To improve my students' listening and reading skills, I chose a comprehensive text from their known stories (e.g. stories of the Ramayana). First some questions were written on the board alongwith some word meanings then I gave a loud reading and they were asked to answer those questions. It was an effective, interesting, and very satisfactory experiment. But such classes could not be provided to the senior classes (Class VIII & IX) for the shortage of time and for the pressure of the syllabus. I insisted on speaking, listening and reading of English in my classes. I felt that as English pronunciation does not follow a set pattern like German, it needs "loud reading' classes. For one cannot pronounce a word unless one knows it.

Learning English – recommends silent reading. But my students who are either first or second generation learners with not expósure to English need a thorough drilling in the reading and listening skills.

During my training course, I came to know that English should be taught through English medium, resort to the mother tongue should be avoided it possible I really was at my wits' end as I could see most of my students fumbling and stumbling to read out a text. They are absolutely ignorant about English prose & rhythm. One can implement a class of mixed medium (of English and Bengali) but will a 40 mins. Class permit such experiments?

Before my training I was at a loss with the Grammar and Writing. Usually the students get prepared letters, paragraphs, reports etc, from their private tutors and learn them by heart to produce them at the exams. I took pains to make them understand that they can write these things on their own. But I had no clear idea how to motivate the whole class.

'I used to teach 'Grammar' in a deductive manner with lots of translation work. It was boring for me as well as for the students. A mechanical process is never interesting.

I am indebted to my training course about the Grammar-teaching strategies. The inductive method is really useful I have applied it to my students of class VII with correct feedback. Use of teaching-aids is also useful to decrease the daily percentage of absence of the learners, specially when there is no mid-day meal!

Some techniques (learnt from the course) like peer correction, group-writing, role playing are apparently effective. I have tried group-writing (after the course) among my students. Introductory discussion can be effective if the teacher is sincere. In the 'while-writing' phase group-writing can be useful to make the class active and to help the students to practice in a co-operative environment. But my practical experience is a little different. Among 10 students, 4 take active part while others are either day-dreaming or taking part as inactive viewers. My warning can turn them into silent listeners but I do not know how long will it take to turn them into active participants.

My evaluation is that 15 good students can be benefited from my revised teaching techniques but now to uplift the rest 45 students? The main problem is that the classes are not homogeneous, neither economically, nor socially, nor culturally. Therefore it is difficult to motivate all of them equally to learn.

The problems I have found primarily are as follows–

- First or Second generation learners.
- Various linguistic levels of the learners in a class
- So many things to do in a limited and short time.

- Economic hindrance (though Sarbo SIKSHA provides much).
- Cultural specificity.
- Lack of drilling in speaking and listening skills.

The B.Ed course of the Calcutta University, with the Pedagogical Analysis and Simulated Lessons is technically sound, but I doubt how practical it is! To make it more practical and realistic, the training of the deputed teachers of the Bengali medium should be done differently from those of the English medium schools. The teachers should be given training to face the problems of the nonavailability of audio-visual aids, lack of proper sitting arrangement, and huge classes.

West Bengal Board of Secondary Education can take innovative steps to improve English teaching-learning process. Teachers may be asked to prepare research papers on a certain problem. For it is a teacher who can understand his students needs best. Teachers may experiment with different innovative techniques of their own with a particular situation. Situational satisfaction and dissatisfaction of the teachers can be given a proper channel through this type of "Action Research". They may try researching the following areas :–

- Differentiate the level of the students.
- Differentiate the aims of teaching English for different linguistic level of students.
- Strategy to apply different techniques for a certain class with diff. level of the students.
- Evaluation techniques
- Inclusion of periodical improvement.

It is the duty of our education department to encourage teachers according to their evaluated research papers. English teaching in Bengali medium schools is a matter of serious concern. For brilliant students of engineering fail to impress in campus interviews due to their weakness in English.

So, the training of the English teachers should be considered from a practical point of view. Otherwise a teacher like me will spend years among her students enjoying her popularity, but doubting her own efficiency.

# আমার কলকাতা

— অধ্যাপিকা স্মৃতিকণা মজুমদার

কোন কিছুই কেন যেন ভাল লাগে না। সারাক্ষণ কেমন আতঙ্কে থাকতে হয়। খবরের কাগজ, T.V. খুললেই ভাবি ক'টা খুনের কথা বলবে কে জানে। আজকাল T. V. Channel গুলো ও হয়েছে তেমনি। কোথায় বধূহত্যা হলো, নাবালিকা ধর্ষিতা হলো, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা খুন হলো, কোন্ ছেলেকে অপহরণ করা হলো — কেমন অবলীলাক্রমে বলে যায়। এসব দেখে শুনে কি মানুষের মনে আতঙ্ক হয়না? তারপর আছে দূষণ। জলদূষণ, বায়ু দূষণ, শব্দ দূষণ। আচ্ছা এই দূষিত পরিবেশে বাস করলে মানুষের মনটা ও কি দূষিত হয় না? এর ও পর আছে অগণিত রোগ। ভাবুন ত, এত মারাত্মক রোগের নাম কি আগে কখন শুনেছি। অনেক রোগ নাকি বিদেশ থেকে আমাদের দেশে এসেছে। দ্রব্য-সামগ্রীর অমাদানি হয় শুনেছি, তাই বলে রোগ ও।

এ সবের পরে ও মনে শান্তি থাকে? বাসে উঠতে শান্তি নেই। উঠতে না উঠতেই ক্রিং ক্রিং করে ঐ বেজে উঠলো শ্যামের বাঁশী - Cell Phone। কেউ ব্যবসার কথা, কেউ প্রেমিক-প্রেমিকার সাথে প্রেমালাপ আবার কেউবা ফোন করে বলছে এইত বাড়ীর কাছে পৌঁছে গেছি। শুনতে খারাপ লাগ? হ্যাঁ লাগে। কোথায় বাসে বসে বসে একটু শান্তির সঙ্গে চারিদিক দেখবো। কখনও বা সুসজ্জিত দোকান পাট, কখনও বা প্রকৃতির অপরূপ রূপ। আজকাল আবার বাসে গান শোনায়। এর কিছুই কি দেখা বা শোনা হয়? ঐ কানের কাছে ক্রিং ক্রিং, জুড়ে দিল গল্প। গল্পের কি আর শেষ আছে? চলছে তা চলছেই। আচ্ছা ফোনে ত আমরা ব্যক্তিগত কথা বলি। তা-কি ঢাক ঢোল বাজিয়ে হাটের সবাইকে না জানালেই নয়? আসলে কি জানেন আজকাল কারুর আর ব্যক্তিগত ট্যক্তিগত বলে কিছু নেই। আমরা সকলে সকলের জন্য তাই আমাদের অন্তরের গোপন কথাগুলি ও সকলের সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের মনটা যে এখন উদারনীতি আর বিশ্বায়নের দোলাচালে দুলছে। মনটাকে এত উদার করে ফেলেছি যে বিশ্বের যা কিছু খারাপ তাতে ঢোকার অবারিত দ্বার। আর আমার যা কিছু 'সব দিতে হবে'।

এই দেখুন মনটাকে কেমন সংকীর্ণ করে ফেললাম। বলুক না ওরা ফোনে যতখুশী কথা। অনেক কথা শুনতেওত ভাল লাগে। কেমন ইনিয়ে বিনিয়ে কথা বলে।

না, এসব আর নয়। আজকাল কলকাতা কেমন তিলোত্তমা হয়ে উঠেছে। পার্কগুলো সুসজ্জিত। ফুলে, সবুজে কেমন সেজেছে দেখুন। কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়ায় কেমন ছড়াছড়ি। কলকাতার যে এত বয়স হয়েছে এসব দেখলে কি মনে হয়? ফুটপাথগুলোও কেমন সেজেছে। যে ফুটপাথে এতকাল মানুষ ও পশুর কত অপকর্মই না দেখতাম। যাক্ বাঁচা গেল। ছাতা নামিয়ে অন্যাদিকে

মুখ ঘুরিয়ে এখন আর হাটতে হবে না। ক্লান্ত লাগলে বাস স্ট্যান্ডে কেমন বসে পরা যায়। চেয়ারগুলো কেমন সুন্দর। লোভ হয় বসতে।

না, বাস stand-এ বসে কাজ নেই। যাই না সামনের ঐ পার্কে গিয়ে গাছের তলায় বসে একটু ফুর ফুরে হাওয়া লাগাই। আঃ কি শান্তি। চোখ বন্ধ করলাম। মূহুর্ত্তে কোথায় যেন হারিয়ে গেলাম। ভাব্‌ছি মানুষ কেন এদেশ ছেড়ে বিদেশে গিয়ে বাসা বাঁধে। কি নেই এখানে। মনে মনে কবির ভাষায় বলতে ইচ্ছে করছে, ''মাগো, এই দেশেতে জন্ম আমার, যেন এই দেশেতেই মরি।''

'দুটো পয়সা দেবেন', 'দুটো পয়সা দেবেন'? হঠাৎ চোখ খুলে দেখি ৮/৯ বছরের বাছাধন হাত পেতে দাঁড়িয়ে আছেন। না, পয়সা দেব না। আমার স্বপ্নের জগতে বেটা তুই কোথা থেকে এসে উদয় হলি? দিলিত আমার সব স্বপ্ন ভেঙ্গে চূরমার করে। বাপ্‌রে, আজকাল ভিখারীরাও কী নাছোড় বান্দা। আমি যত বলছি দেবনা, ততই সে বলে যাচ্ছে 'দুঁটো পয়সা দিন না'।

ঐ যে, আর একজনের আগমন। 'বাদাম চাই বাদাম'। আচ্ছা বলুন ত এই দুপুরের রোদ্দুরে কেউ কি বাদাম খায়? বাদাম খাওয়া মানে গলা ভিজাতে হবে না। চাই জল। জল কোথায়? চিন্তার কোন কারণ নেই। জল নেই ত কি, চা-ত আছে। 'চা চাই চা'। এই গরমে কী চা খাবরে। আইসক্রীম হলে চলতো। বলতে না বলতেই আইসক্রীম হাজির। লোকটা হয়ত ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে মজা দেখছিল। কি নেই সবই না চাইতেই পাওয়া যায় এই আজব শহরে।

এই প্রসঙ্গে একটা ঘটনা মনে পড়ে গেল। একদিন ট্রেনে যাচ্ছি। কামরায় দুইজন বিদেশী। স্বাভাবিকভাবে তাদের কাছে ত আর ঘরের টিফিন নেই। চিন্তিত dinner কোথায় পাওয়া যাবে। খানিকক্ষণ পড়ে ট্রেনটি একটি station এ ঢুকতে না ঢুকতেই চীৎকার 'চা চাই চা' 'ডিম চাই সিদ্ধ ডিম', 'কলা চাই', 'পুরি চাই পুরি' আরও কত কি। বিদেশীরা অবাক হয়ে বললো 'Ah! who says there is no canteen in the train. The whole train is now a canteen.'

আর একটি গল্প বলি? গল্পটা কিন্তু কলকাতার নয়। ঐ ভিখারী ছেলেটিকে দেখে মনে পড়ে গেল। বসে ভাবছি পুরীর সমুদ্র সৈকতে। একদিকে সূর্যদেব পশ্চিম দিগন্তে ডুবু ডুবু। যাবার আগে স্বর্ণালী আভা ছড়িয়ে দিয়ে বিদায় জানাতে ব্যস্ত। অন্যদিকে সমুদ্রের ঢেউগুলো বার বার আছড়ে পড়ছে তীরে। সে এক অপূর্ব অনুভূতি। একাগ্রচিত্তে জীবনের কত ওঠাপরা ভাঙ্গাগড়ার কথা ভাবছি। হঠাৎ কানে এল স্পষ্ট বাংলায় একটি বাচ্চা ছেলে বলছে, 'আপনি আমার জিনিষগুলি কিনুন না।' সবাই তাড়িয়ে দিচ্ছে। কেউ-ই কিনতে চাইছে না। আপনি কিনুন না আমি স্কুলে পড়ি। এই পয়সা দিয়ে কলম কিনবো। ছেলেটির চোহারাটা বেশ মিষ্টি। গলার স্বরটা কেমন মায়া জড়ানো। পাশেই বসা আমার সহকর্মী অধ্যাপিকা বান্ধবী। বান্ধবীর প্রশ্ন — 'ওতে কি আছে

রে'? 'সলতে'। 'পাঁচ প্যাকেট দশ টাকা'। বান্ধবীর বিচরণ শিক্ষাজগতে। তাই হয়ও কলম কেনার কথাশুনে 'না' বলতে পারলো না। ছেলেটি খুশী হয়ে পাঁচ প্যাকেট কেন জোড় করে সেই একই মূল্যে দশ প্যাকেট দেবেই।

বসে বসে ভাবছি — আহা ছেলেটি হয়ত কোন ঘরের একমাত্র 'সলতে'। দশ টাকায় যদি একটি কলম কিনে বংশের মুখ উজ্জ্বল করে করুক না। হঠাৎ আমার ভাবনারমধ্যে ঢুকে পড়লো আর একটি ছেলের কণ্ঠস্বর। বলছে,

'আপনি আমার সলতেগুলো কিনুন না। সবাই তাড়িয়ে দিচ্ছে।'

শুনে কৌতূহল হলো। জিজ্ঞাসা করলাম— 'হ্যারে, এই পয়সা দিয়ে তুই কি করবি?

উত্তর — 'কলম কিনবো'। সহাস্যে বান্ধবীটির মুখের দিকে একবার তাকালাম।

যাক, গল্পে টল্পে আর কাজ নেই। বেলা ত পড়ে গেল। বাড়ী ফিরতে হবে না? আমার ত আর গাড়ী নেই। ফিরতে হবে সেই public transport-এ। কলকাতায় নাকি দিন দিন লোকসংখ্যা বাড়ছে। সুতরাং বাসে ত ভীড় হবেই। তবে একটা জিনিষ দেখে খুব ভাল লাগে। কলকাতা কেমন হলুদে হলুদময় হয়ে গেছে। যে দিকে তাকাই শত শত হলুদ Taxi। শান্তি নেই ওদের জন্যও। রাস্তার পাশে একটু ভাল জামা কাপড় পড়ে দাঁড়ালে চারিদিকে কেমন ঘুর ঘুর করতে থাকে ওরা। মানুষের সাথে সাথে ওদের সংখ্যাও যে বাড়ছে। সন্ধ্যায় বাড়ীতে কিছু নিয়ে ফিরতে হবে তো।

না, Taxi নেব না, বাসেই যাব। কিন্তু বাস যে রাস্তার ওপারে। কি বিপদ রাস্তা পার হবো কি করে? রাস্তার মাঝখানে যে barrier! উদারীকরণের ফলে সব বাধা নাকি তুলে দেওয়া হয়েছে। তাহলে রাস্তা পার হতে এত বাধা কেন? চলুন যাই ঐ লালবাড়ির মোড়ে। বাব্বা, যেখানে সেখানে রাস্তা পার হয়ে কাজ নেই। ঐ যে fly over এ ওঠা গাড়ীগুলো, কি দ্রুত বেগেই না ছুটে আসে। অঘোরে এত সাত তাড়াতাড়ি প্রাণটা দিতে আমি রাজী নয়।

আমি শান্তি খুঁজছিলাম না। জানেন আমি কিসে শান্তি পাই। কলকাতার ঐ লম্বা লম্বা বাড়ীগুলো। যা দেখতে ঘাড় ব্যথা হয়ে যায়। আর ঐ সুন্দর সুন্দর design এর ও রং বেরং এর গাড়ীগুলো! নিঃশব্দে কি গতিতেই না ছোটে তারা। ঐ উঁচু উঁচু বাড়ীগুলো। কারা থাকবে ওখানে? আমি ওখানে থাকতে রাজী নয়। আর একটা সুনামী হলে যদি তাসের ঘরের মত ভেঙ্গে পড়ে। আগে বলছি না, আমি আমাকে খুব ভালবাসি অত সহজে মরতে চাই না। এই বিশ্বের সব রূপ, রস, গন্ধ উপভোগ করেই তবে যেতে চাই।

# OUR TEACHING STAFF

1. Prof. Nina Nandy
2. Prof. Aparna Banerjee
3. Prof.. Aparna Roy
4. Prof. Gita Mukherjee
5. Prof. Alpani Munshi
6. Prof. Sujata Raha
7. Prof. Mili Das
8. Prof. Smritikana Majumdar
9. Prof. Aparna Chakraborty
10. Prof. Rajyasri Roy
11. Prof. Rita Sen Chowdhury – *(Librarian)*
12. Prof. Krishna Bhattacharya – *(Part time lecturer)*
13. Prof. Gangaram Mitra – *(Part time lecturer)*
14. Prof. Shelley Dutta – *(Part time lecturer)*
15. Prof. Krishna Gopalan – *(Part time lecturer)*
16. Prof. Sabita Bhattacharya – *(Part time lecturer)*

# OUR OFFICE STAFF

1. Sri Samir Kumar Pal
2. Sri Sadhan Kr. Simlai
3. Sri Sunirmal Chakraborty
4. Akhtar Hossain
5. Sri Subrat Kr. Sahoo
6. Smt. Supriti Saha
7. Smt. Shibani Chatterjee
8. Sri Paritosh Bhandari
9. Smt. Gita Roy
10. Sri Ramsajan Mahato
11. Smt. Suvra Chakraborty
12. Sri Monoranjan Pattanayak
13. Sm. Santilata Sasmal
14. Sri Bablu Kr. Das
15. Sri Subrata Roy
16. Sri Dilip Kr. Barua
17. Sher Bahadur Sarki
18. Banke Kahar
19. James Horo
20. Kamala Balmiki
21. Provash Ch. Sardar.
22. Sitaram Dhanuk
23. Lipika Hela
24. Amal Krishna Bhadra
25. Nirmal Nayak
26. Rampukar Mallick
27. Bimal Kr. Dutta

# STUDENTS' COUNCIL 2004-05

| | | |
|---|---|---|
| 01. | General Secretary | : Krishnakali Chowdhury |
| 02. | Asstt. Gen. Secretary | : Bulbuli Roy |
| 03. | Social & Cultural Secretary | : Madhumita Roy |
| 04. | Asstt. Social & Cultural Secretary | : Subarna Das |
| 05. | Food Secretary | : Bipasha Das Gupta |
| 06. | Food Secretary | : Piyali Bhaduri |
| 07. | Asstt. Food Secretary | : Ratna Ghosh |
| 08. | Asstt. Food Secretary | : Somali Mukherjee |
| 09. | Magazine Secretary | : Somali Roy |
| 10. | Asstt. Magazine Secretary | : Tandrima Chatterjee |
| 11. | Debate Secretary | : Dipa Majumdar (Dutta) |
| 12. | Asstt. Debate Secretary | : Indulekha Dutta |
| 13. | Sports Secretary | : Mom Chatterjee |
| 14. | Asstt. Sports Secretary | : Barna Das |
| 15. | Asstt. Sports Secretary | : Sonali Roy |
| 16. | Art and decoration Secretary | : Anjana Mallick |
| 17. | Art and Decoration Secretary | : Nibedita Sarkar |
| 18. | Class Representative – Sec. "A" | : Sahana Bhattacharyya |
| 19. | Class Representative – Sec. "A" | : Chandrima Chakraborty |
| 20. | Class Representative – Sec. "B" | : Madhulina Das |
| 21. | Class Representative – Sec. "B" | : Lily Sardar |
| 22. | Class Representative – Sec. "C" | : Poulumi Chatterjee |
| 23. | Class Representative – Sec. "C" | : Paratima Roy |